بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড- 11 / সংখ্যা-39

বাৎসরিক সাবসক্রিপশন ৬০০ টাকা

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

www.akhbarbadr.in

বৃহস্পতিবার 24 Sep 2026 12 রবিউল সানি 1448 A.H

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নামায মন্দ হইতে বিরত রাখে

اُتۡلُ مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیۡکَ مِنَ الۡکِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ ؕ وَلَذِکۡرُ اللّٰہِ اَکۡبَرُ ؕ وَاللّٰہُ یَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُوۡنَ ﴿۴۶﴾

অনুবাদ: এই কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তাহা তুমি আবৃত্তি কর, এবং নামায কায়েম কর; নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দকর্ম হইতে বিরত রাখে; এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ (পুণ্য)। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

[সুরা আনকাবুত: ৪৬]

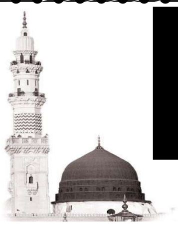

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ মুছে দেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ، قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "বল তো, যদি তোমাদের কারও দরজার সামনে একটি পানির নহর প্রবাহিত হয় এবং সে প্রতিদিন পাঁচবার তাতে গোসল করে, তাহলে তোমরা কি মনে কর যে, প্রতিদিন পাঁচবার তাতে গোসল করার পরও তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে?

লোকেরা বলল, "না, সামান্য পরিমাণ ময়লাও অবশিষ্ট থাকবে না।"

তিনি (সা.) বললেন, "তাহলে এটাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্ত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ মুছে দেন।"

[সুনান তিরমিযি, কিতাব ফাযাইলিল জিহাদ, হাদীস-১৬২১]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

নামাজ মুলত রব্বুল ইজ্জতের নিকট দোয়া, যা ছাড়া মানুষ জীবিত থাকতে পারে না

নামাজ কী?

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-বলেন: নামাজ মূলত রব্বুল ইজ্জতের নিকট দোয়া, যা ছাড়া মানুষ জীবিত থাকতে পারে না এবং কল্যাণ ও আনন্দের উপকরণও লাভ করতে পারে না। যখন মহান আল্লাহ তার প্রতি নিজ অনুগ্রহ করবেন, তখন সে প্রকৃত আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করবে। তখন থেকেই তার নামাজের মধ্যে স্বাদ ও গভীর আকর্ষণ অনুভূত হতে শুরু করবে। যেভাবে সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণে আনন্দ পাওয়া যায়, তদ্রূপ তখন কান্না ও অশ্রুপাতের মধ্যেও এক বিশেষ স্বাদ অনুভূত হবে এবং নামাজের সেই অবস্থাও সৃষ্টি হবে।

এর পূর্বে, যেমন স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে তিক্ত ওষুধ সেবন করা হয়, তেমনি নামাজে স্বাদ ও আকর্ষণ অনুভূত না হলেও নামাজ পড়া এবং দোয়া করা অপরিহার্য। এই স্বাদহীন অবস্থায় এই ধারণা করে যে, এর মাধ্যমে একসময় স্বাদ ও গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, এভাবে দোয়া করা উচিত:

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দেখছ যে, আমি কতটা অন্ধ ও দৃষ্টিহীন এবং আমি এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ মৃত অবস্থায় রয়েছি। আমি জানি, অল্প সময় পর আমাকে যখন ডাক দেওয়া হবে, তখন আমি তোমার দিকে চলে আসব। সে সময় আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু আমার হৃদয় অন্ধ এবং অপরিচিত। তুমি এর ওপর এমন এক নূরের শিখা অবতীর্ণ করো, যাতে এর মধ্যে তোমার সান্নিধ্য ও তোমার প্রতি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। তুমি এমন অনুগ্রহ করো, যাতে আমি অন্ধ অবস্থায় না উঠি এবং অন্ধদের অন্তর্ভুক্ত না হই।"

যখন সে এ ধরনের দোয়া করবে এবং এর ওপর অবিচল থাকবে, তখন সে দেখতে পাবে যে, একসময় তার জীবনে এমন একটি মুহূর্ত আসবে, যখন এই স্বাদহীন নামাজের মধ্যেই আকাশ থেকে এমন একটি বস্তু তার ওপর পতিত হবে, যা তার হৃদয়ে কোমলতা ও আবেগ সৃষ্টি করবে।

(মালফুযাত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৮১, ২০২২ সালের সংস্করণ)

তফসীরে কবীর

নামাজে ব্যয়িত এই সময় তাদের অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম থেকে রক্ষা করতে থাকবে।

হযরত মুস্‌লেহ্ মওউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সুরা আল-আনকাবুতের ৪৬ নম্বর আয়াতের তাফসিরে বলেন:

اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ - নামাজ অবশ্যই মানুষকে মন্দ ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে। সেই মন্দ কাজগুলো থেকেও, যেগুলো মানুষের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং সেসব কাজ থেকেও, যেগুলো সমাজের জন্য কষ্টকর ও অগ্রহণযোগ্য।

কারণ মুসলমানদের জন্য জামাতের সঙ্গে নামাজ দিনে পাঁচবার নির্ধারিত করা হয়েছে। যদি তাদের মধ্যে জামাতের সঙ্গে নামাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে তাদের অনেক সময় আল্লাহতালার ইবাদতে ব্যয় হবে। আর নামাজে ব্যয়িত এই সময় তাদের অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম থেকে রক্ষা করতে থাকবে। একইভাবে, নামাজে যখন দোয়া করা হবে-নিজেদের জন্যও এবং অন্যদের জন্যও-তখন সেই দোয়াগুলো আল্লাহতালার অনুগ্রহ আকর্ষণ করে তাদের নিজেদের সংশোধনের কারণ হবে এবং অন্যদের সংশোধন ও উন্নতিরও কারণ হয়ে উঠবে। অনুরূপভাবে, নামাজে পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াত পাঠ করা হয় এবং অধিক পরিমাণে তাসবিহ ও তাহমিদ পাঠ করা হয়, তার হৃদয়ের ওপর এমন প্রভাব পড়ে যে মানুষ পাপের প্রতি ঘৃণা অনুভব করতে শুরু করে।

সারকথা, اُتۡلُ مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیۡکَ مِنَ الۡکِتٰبِ-এর অব্যবহিত পরেই اَقِمِ الصَّلٰوۃَ এবং اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ-এর উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দোয়া ছাড়া পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব নয়। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তোমরা নিঃসন্দেহে পার্থিব চিন্তাধারার পরিবর্তন করতে পারো। কিন্তু পৃথিবীতে প্রকৃত পবিত্রতা আল্লাহতালার অনুগ্রহ ছাড়া অর্জিত হতে পারে না, আর এই অনুগ্রহ দোয়ার মাধ্যমেই লাভ করা যাবে। অতএব নামাজ পড়ো এবং দোয়া করো, যাতে আল্লাহতালা যে উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো। (তাফসীরে কবীর, পৃষ্ঠা নম্বর ৩৭৫, খণ্ড নম্বর ৫)

আহমদীয়া সংবাদ

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রিয় নেতা হযরত খলিফাতুল মসীহ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয আল্লাহর অনুগ্রহে সুস্থ ও কুশল আছেন।

সকল আহমদী ভাই-বোন যেন হুজুরে আনওয়ার (আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয)-এর সুস্বাস্থ্য, কর্মময় দীর্ঘায়ু, মহান লক্ষ্যসমূহে সফলতা এবং বিশেষ নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত দোয়া করতে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা যেন প্রতিটি মুহূর্তে হুজুরের হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী হন এবং তাঁকে সর্বদা নিজের সমর্থন ও বিজয় দান করেন। আমীন।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

সম্পাদকীয়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং মৃতদের পুনর্জীবনের মহান নিদর্শন!

আমাদের নেতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আ.), যাঁকে মহান আল্লাহ মসীহ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদির পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, তিনি মসীহের সদৃশ হওয়ার দাবি করেছিলেন। মসীহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতদের জীবিত করতেন এবং রোগীদের আরোগ্য দান করতেন। তিনি অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি প্রদান করতেন। যদিও এর অর্থ হলো আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদের জীবন দান করা, আধ্যাত্মিক রোগীদের সুস্থ করা এবং আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি প্রদান করা। তবে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে মসীহ এবং অন্যান্য নবী, বিশেষত আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এমন শক্তিও প্রদান করেছিলেন যে, শারীরিকভাবেও যেসব মানুষ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, যাদের মৃত্যু অতি আসন্ন ছিল এবং যাদের চিকিৎসার ব্যাপারে পার্থিব চিকিৎসকেরা পর্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছিলেন, এমন রোগীদেরও তাঁরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।

অনুরূপ মহান অলৌকিক নিদর্শন আজ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। এসব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলে পূর্ববর্তী নবীগণ এবং হযরত মসীহের নিদর্শনসমূহের প্রতিও পূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়; অন্যথায় বর্তমান যুগে সেগুলো কেবল জনশ্রুতি রূপেই রয়েছে।

নিম্নে আমাদের নেতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এমন শত শত অলৌকিক নিদর্শনের মধ্য থেকে আপাতত কেবল একটি অলৌকিক নিদর্শনের উল্লেখ করা হচ্ছে।

১৯০৬ সালের কথা। কাদিয়ানে আবদুল করিম নামের একজন ছাত্র পড়াশোনা করার জন্য এসে আহমদিয়া মাদ্রাসা, কাদিয়ানের চতুর্থ বর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কী ঘটেছিল, তা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র ও বরকতময় ভাষায় পাঠ করুন!

"আবদুল করিম নামের, পিতা-আবদুর রহমানের, দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ-নিবাসী একজন ছাত্র আমাদের মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছিল। তাকদির ও বিধানের কারণে তাকে একটি পাগলা কুকুর কামড় দেয়। আমরা তাকে চিকিৎসার জন্য কাসৌলিতে পাঠিয়ে দিলাম। কয়েক দিন পর্যন্ত কাসৌলিতে তার চিকিৎসা চলল। এরপর সে কাদিয়ানে ফিরে এল। কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার মধ্যে আবার পাগলামির সেইসব লক্ষণ প্রকাশ পেল, যা পাগলা কুকুরের কামড়ের পর সাধারণত প্রকাশ পেয়ে থাকে। সে পানিকে ভয় করতে শুরু করল এবং তার অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠল। তখন এই পরবাসী ও অসহায় ব্যক্তির জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং তার জন্য দোয়া করার বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হলো। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করত যে, সে পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে। বাধ্য হয়ে তাকে বোর্ডিং থেকে বের করে একটি পৃথক বাড়িতে অন্যদের থেকে আলাদা রেখে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা হলো এবং কাসৌলির ইংরেজ ডাক্তারদের কাছে তার পাঠানো হলো এবং জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এই অবস্থায় তার কোনো চিকিৎসা সম্ভব কি না। সেখান থেকে টেলিগ্রামের মাধ্যমে উত্তর এলো যে, এখন তার আর কোনো চিকিৎসা নেই।

কিন্তু এই অসহায় ও পরবাসী ছেলেটির জন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত গভীর মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং আমার বন্ধুগণও তার জন্য দোয়া করার ব্যাপারে অত্যন্ত জোর দিতে লাগলেন। কারণ, এই পরবাসী অবস্থায় ছেলেটি করুণার পাত্র ছিল। তদুপরি হৃদয়ে এই আশঙ্কাও সৃষ্টি হলো যে, সে যদি মারা যায়, তাহলে তার মৃত্যু শত্রুদের জন্য বিদ্রূপ ও পরিহাসের একটি খারাপ কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তখন আমার হৃদয় তার জন্য গভীর বেদনা ও অস্থিরতায় আক্রান্ত হলো এবং এক অলৌকিক ধরনের মনোযোগ সৃষ্টি হলো, যা নিজের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় না; বরং কেবল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়। আর যখন তা সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহর অনুমতিক্রমে এমন প্রভাব প্রকাশ করে যে, তার দ্বারা মৃতও যেন জীবিত হয়ে ওঠার কাছাকাছি চলে আসে।

অতএব, তার জন্য আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশের অবস্থা সৃষ্টি হলো। যখন সেই মনোযোগ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল এবং বেদনা আমার হৃদয়ের ওপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করল, তখন প্রকৃতপক্ষে মৃতবৎ সেই রোগীর ওপর এই মনোযোগের প্রভাব প্রকাশ পেতে শুরু করল। হয় সে পানি ভয় করত এবং আলো থেকে পালিয়ে বেড়াত, কিন্তু হঠাৎ তার স্বভাব সুস্থতার দিকে ফিরে গেল এবং সে বলল, 'এখন আমি পানি ভয় করি না।' তখন তাকে পানি দেওয়া হলো। সে কোনো ভয় ছাড়াই পানি পান করল; বরং পানি দিয়ে অজুও করল এবং নামাজও পড়ল। সারা রাত ঘুমাল এবং তার ভয়াবহ ও উন্মত্ত অবস্থা দূর হয়ে গেল। এমনকি কয়েক দিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

আমার হৃদয়ে সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টি প্রবেশ করানো হলো যে, তার মধ্যে যে উন্মত্ততার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, তা তাকে ধ্বংস করার জন্য ছিল না; বরং এজন্য ছিল, যাতে আল্লাহর একটি নিদর্শন প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, পৃথিবীতে কখনো এমন দেখা যায়নি যে, কোনো ব্যক্তিকে পাগলা কুকুর কামড়ানোর পর যখন পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তখন সে পুনরায় সেই অবস্থা থেকে জীবিত ও সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে।" (হাকীকাতুল ওহি-এর পরিশিষ্ট অংশ, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭)

আজ র‍্যাবিসের ইনজেকশন আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেড়শ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং এর আবিষ্কারক লুই পাস্তুরের গবেষণা বছর বছর সফলতার পর্যায় অতিক্রম করে চলেছে। পাগলা কুকুরের কামড়ের পর এই টিকার ইতিবাচক প্রভাব প্রকাশ পায় এবং রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়। কিন্তু এখনো এমন কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি যে, কোনো রোগীর ওপর পাগলামির আক্রমণ সংঘটিত হওয়ার পর তার ক্ষেত্রে এই টিকা কার্যকর হতে পারে।

কিন্তু আমাদের নেতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ এমন এক অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করলেন যে, যে ব্যক্তির ওপর পাগলামির আক্রমণ হয়েছিল, যার মধ্যে এর সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল এবং ডাক্তাররা লিখিতভাবে উত্তর দিয়েছিলেন,

"আবদুল করিমের জন্য দুঃখিত, আর কিছুই করার নেই।"

তা সত্ত্বেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ এই অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করলেন যে, আল্লাহ হযরত আবদুল করিম সাহেবকে আরোগ্য দান করলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি এমন এক বিস্ময়কর ঘটনা, যার কোনো দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে পাওয়া যায় না এবং নিঃসন্দেহে এটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি জীবন্ত ও দীপ্তিমান নিদর্শন।

আবদুল করিম সাহেবের সঙ্গে এই দুর্ঘটনা ১৯০৭ সালে ঘটেছিল। এরপর ১৯৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়া কবুল হওয়ার এই অলৌকিক নিদর্শনের পর তিনি বত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন এবং সুস্থ জীবনযাপন করেছিলেন। তিনি কর্ণাটকের ইয়াদগিরের অধিবাসী ছিলেন। কাদিয়ান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি ইয়াদগির ও অন্যান্য অঞ্চলে জামাতের সেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে থাকেন। ইয়াদগিরে তিনি খতিব হিসেবে জুমার খুতবা প্রদান করতেন। তাঁর দুই পৌত্র, সম্মানিত জুবাইর আহমদ সাহেব ও খালিদ আহমদ সাহেব, এখনো ইয়াদগিরে জীবিত আছেন এবং সক্রিয় জীবনযাপন করছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

কাদিয়ান দারুল আমানেও আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর বংশধরদের কয়েকজন বসবাস করছেন। সুবহানাল্লাহ! মৃতদের পুনর্জীবনের এই মহান অলৌকিক নিদর্শনটি কী অপূর্ব নিদর্শন! এ ধরনের মৃতদের পুনর্জীবনের আরও বহু নিদর্শন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ প্রকাশ করেছেন।

অতএব, হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ মৃতদের পুনর্জীবনের বিষয়টি প্রমাণিত হয়; এমন নয় যে, তিনি প্রকৃত মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে দিতেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"মূলত... মৃতদের পুনর্জীবন সম্পর্কে আমাদের এই বিশ্বাস নয়... মৃতদের পুনর্জীবন বলতে এই অর্থও নয় যে, প্রকৃত মৃতকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে... মৃতদের পুনর্জীবনের অর্থ হলো: (১) আধ্যাত্মিক জীবন দান করা; (২) দোয়ার মাধ্যমে এমন মানুষকে আরোগ্য দান করা, যে যেন মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। যেমন সাধারণ কথাবার্তায় বলা হয়, অমুক তো মরে গিয়ে আবার বেঁচে উঠেছে। মৃতদের পুনর্জীবন বলতে বিপজ্জনকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির সুস্থ হয়ে ওঠাকেও বোঝানো হয়।"

(বদর, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭, পৃষ্ঠা ৪)

প্রকৃতপক্ষে, এসব নিদর্শনের প্রকাশ যেমন আমাদের নেতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আ.)-এর সত্যতাকে প্রকাশ করে, তেমনি এগুলো থেকে এ বিষয়টিরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে প্রভুর দাসত্বের কথা তিনি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন, সেই মহান প্রভু অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও সত্যের আলো এবং সত্যতার এক মিনার ছিলেন।

তিনি বলেন:

"করুণাময় প্রভু এই প্রিয় রাসুলের অনুসরণ ও ভালোবাসার বরকতে এবং তাঁর পবিত্র বাণীর অনুসরণের প্রভাবে এই বিনীত বান্দাকে তাঁর সঙ্গে বিশেষ কথোপকথনের জন্য মনোনীত করেছেন, অলৌকিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন, বহু গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং বহু সত্য ও জ্ঞানের দ্বারা এই তুচ্ছ ব্যক্তির হৃদয় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি বারবার আমাকে অবহিত করেছেন যে, এসব দান ও অনুগ্রহ, এসব অতিরিক্ত কৃপা ও উপকার, এসব স্নেহ ও মনোযোগ, এসব সাহায্য ও পুরস্কার এবং এসব কথোপকথন ও সম্বোধন-সবই হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর অনুসরণ ও ভালোবাসার বরকতে লাভ হয়েছে।

সহচরের সৌন্দর্য আমার ওপর প্রভাব ফেলেছে,
নতুবা আমি তো সেই একই মাটির তৈরি, যা ছিলাম।"

(বারাহীনে আহমদিয়া, পৃষ্ঠা ৬২৩, টীকা নং ১১)

জুমআর খুতবা

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের অভিমত এবং কর্মীবৃন্দদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে গত রবিবার জামাআতে আহমদিয়া যুক্তরাজ্যের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক জলসা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহসমূহ লাভ করতে করতে সমাপ্ত হয়েছে।

জলসার যে কোনো বিভাগে যারা কর্মরত ছিলেন, সেই সকল কর্মীই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এই সেবার সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

এমটিএ-এর কর্মীবৃন্দ, যাঁদের মধ্যে বহু স্বেচ্ছাসেবকও রয়েছেন, তাঁরাও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তাঁরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে জলসার অনুষ্ঠানসমূহ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছেন। এটিও তবলীগের একটি বড় মাধ্যম।

প্রেস অ্যান্ড মিডিয়াও সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের ভুমিকা পালন করেছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রেস বিভাগ এবং যুক্তরাজ্যের প্রেস বিভাগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। এতে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

এ বছরও খুদ্দামুল আহমদিয়া কানাডার বহু স্বেচ্ছাসেবক এসেছেন, যাঁরা জলসা শেষ হওয়ার পর সবকিছু গুটিয়ে নেওয়া এবং জলসার সমাপ্তি-পর্বের কাজ সম্পন্ন করেন। এখন অস্ট্রেলিয়ার সদস্যরাও আসতে শুরু করেছেন। তাঁরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাজ করছেন এবং তাঁরাও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরও উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমি নিজেও সকল কর্মী ও কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই যে, তাঁরা অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের এটিও মনে রাখা উচিত যে, তাঁদেরও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত-আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সকলকে হযরত মসীহ্ মওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের অতিথিদের সেবা করার তৌফিক দিয়েছেন। মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আপনাদের আরও বিনয়ী করে তুলবে। আরও বেশি আল্লাহ্ তা'আলার সামনে নত হওয়া উচিত এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের এ কাজেরও তৌফিক দান

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩১ জুলাই , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (৩১ ওয়াফা, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আল্লাহ তা'লার ফযলে গত রবিবার আহমদীয়া জামা'ত যুক্তরাজ্যের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক জলসা আল্লাহ তা'লার কৃপারাজি একত্রিত করে সমাপ্ত হয়েছে। জলসার প্রস্তুতিতে মাসের পর মাস সময় লাগে, বরং এক বছরের জলসা শেষ হওয়ার পরপরই এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় এবং জলসার কয়েক সপ্তাহ আগে এটি জোরালোভাবে আরম্ভ হয়, কিন্তু জলসার এক-দুই সপ্তাহ আগে এটি অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। আর জলসার দিনগুলোতে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী কর্মী-বালিকা, মহিলা, শিশু, পুরুষ, বৃদ্ধ ও যুবকরা তাদের পূর্ণ সামর্থ্য ও নিষ্ঠার সাথে সার্বক্ষণিক সেবা করতে থাকেন। তারা শুধু আহমদী অতিথিদেরই সেবা করেন না, বরং জলসায় আগত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অআহমদী এবং অমুসলিম অতিথিদের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে একটি নীরব তবলীগ করতে থাকেন। সুতরাং, এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সমস্ত কর্মী, যারা জলসার যে কোনো বিভাগে কাজ করেছেন, তারা কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য। আল্লাহ তা'লা তাদেরকে তাদের সেবার উত্তম প্রতিদান দিন।

একইভাবে, জলসায় সরাসরি সেবাদানকারী কর্মীদের পাশাপাশি এমটিএ (MTA)-এর কর্মীরা আছেন, যাদের মধ্যে অনেক স্বেচ্ছাসেবী অন্তর্ভুক্ত, তারাও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য, যারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে জলসার অনুষ্ঠানগুলোকে বিশ্বের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এটিও তবলীগের একটি বড় মাধ্যম।

একইভাবে, প্রেস এবং মিডিয়া বিভাগও সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালন করেছে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রেস বিভাগও অন্তর্ভুক্ত, যুক্তরাজ্যের প্রেস বিভাগও অন্তর্ভুক্ত, আর কোটি কোটি মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। এর মধ্যে নারী ও পুরুষ সবাই অন্তর্ভুক্ত আছেন।

একইভাবে, প্রতি বছরের মতো এখানে কর্মীদের সাহায্য করার জন্য এই বছরও কানাডার মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়া-এর অনেক স্বেচ্ছাসেবী এসেছেন, যারা জলসার পর গোটানোর কাজ অর্থাৎ জলসাকে গুটিয়ে নেওয়ার কাজ করে থাকেন। আর এখন অস্ট্রেলিয়ার লোকেরাও আসতে শুরু করেছেন। এরা অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাজ করছেন এবং এরা সবাইও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ তা'লা তাদেরকেও উত্তম প্রতিদান দিন।

যাইহোক, কর্মীদের যে প্রভাব অন্যদের ওপর পড়ে, এর মাধ্যমে তাদের সামনে জামা'ত এবং ইসলামের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে, যার ফলে তারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। তারা অসংখ্য মন্তব্য লিখে পাঠান এবং ধন্যবাদও জ্ঞাপন করেন। আর কিছু মন্তব্য আমি এই মুহূর্তে উপস্থাপনও করব, যে গুটিকতক (মন্তব্য) আমি নিয়েছি, হয়তো সেগুলোও সবগুলো উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না, তবে যাইহোক, কিছু উপস্থাপন করব। একইভাবে, আমি নিজেও সমস্ত পুরুষ এবং নারী কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তারা অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেছেন, কিন্তু একই সাথে তাদের এটিও মনে রাখা উচিত যে, তাদেরও আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, আল্লাহ তা'লা এই সমস্ত কর্মীদের হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার তৌফিক দিয়েছেন। মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে অভিব্যক্তিগুলো রয়েছে, তা থেকে আপনাদের আরও বিনয়ী হওয়া উচিত, আল্লাহ তা'লার দরবারে আরও বেশি বিনত হওয়া উচিত এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে এরও তৌফিক দিন।

যেমনটি আমি বলেছি, আমি কিছু মন্তব্য উপস্থাপন করব, তো এই মুহূর্তে আমার সামনে প্রথম যার মন্তব্য রয়েছে, তিনি হলেন গাম্বিয়ার যোগাযোগ ও ডিজিটাল অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী, লামিন জাবি সাহেব। তিনি বলেন যে, জলসা সালানা দেখে আমি এক গভীর বাস্তবতায় অবাক হয়ে গেছি। এটি একটি বিশাল বৈশ্বিক সমাবেশ, যা নিঃস্বার্থ সেবা এবং নীরব ও অটল ত্যাগের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই কথা জেনে হৃদয় গভীরভাবে প্রভাবিত হয় যে, এত বড় পরিসরের এই সমাবেশ কাদিয়ানে মাত্র ৭৫ জন সদস্যের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং আজ প্রশাসনিক দিক থেকে এটি এক আশ্চর্যজনক ঈর্ষনীয় সাফল্যের রূপ ধারণ করেছে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এটি বিশ্বের দুই শত দেশে সম্প্রচারিত হয় এবং আমাকে এই বিষয়টিও অবাক করে যে, ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো পুলিশের প্রয়োজন হয় না। কোনো বস্তুগত লোভ-লালসা নেই। কর্পোরেট অফিসার, ডাক্তার, যুবকরা তাদের জাগতিক পদমর্যাদা একপাশে সরিয়ে রেখে স্বেচ্ছায় মেঝে পরিষ্কার করছিলেন, আগুনে খাবার রান্না করছিলেন, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করছিলেন এবং যখন নামাযের জন্য আযান হয়, তখন বিভিন্ন জাতীয়তার সমন্বয়ে গঠিত এই প্রাণবন্ত জনসমুদ্র তাৎক্ষণিকভাবে এমন পূর্ণ নীরবতা ধারণ করে যে, একটি সূচ পড়ার শব্দও শোনা যায়নি। এই দৃশ্য আমাকে সমষ্টিগত শৃঙ্খলা এবং আধ্যাত্মিক সম্পৃক্ততার এমন এক জীবন্ত অনুভূতি দিয়েছে, যা আজকের বস্তুগত বিশ্বে কার্যত বিরল।

এরপর তিনি বলেন যে, আন্তর্জাতিক বয়আতে অংশগ্রহণ, যেখানে একটি অশ্রুসিক্ত মানব-শৃঙ্খল হাজার হাজার মানুষকে তাদের ইমামের সাথে যুক্ত করে দেয়, এই অনন্য সম্পর্কটিকে আমার কাছে অবিশ্বাস্য করে তুলেছে। আমার দীর্ঘস্থায়ী ধারণা হলো, জামাতের এই বিশাল বৈশ্বিক প্রভাব কোনো বস্তুগত সম্পদ বা রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলাফল নয়, বরং এটি হলো পূর্ণ তাক্বওয়া এবং শান্তির একটি সত্য ও ব্যবহারিক বার্তার প্রতি সংযুক্ত থাকার ফল।

নাইজেরিয়ার একটি প্রদেশের রাজা, যার অধীনে প্রায় অর্ধেক প্রদেশ রয়েছে, তার নাম কোবা কেহিন্ডে ওলে বাদে ওলে। তিনি বলেন, আমি যখন জলসা সালানা যুক্তরাজ্যে অংশগ্রহণের জন্য রওনা হই, তখন আমার মোটেও ধারণা ছিল না যে, আমি এমন এক জাঁকজমকপূর্ণ, সুসংগঠিত এবং আধ্যাত্মিক সমাবেশের

অংশ হতে যাচ্ছি, যা আমার জীবনে এত গভীর প্রভাব ফেলবে। এখানে পৌঁছে আমি কেবল অসাধারণ শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবসেবার এক বাস্তব দৃষ্টান্তই দেখিনি, বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতীয়তার মানুষকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে দেখেছি। আর অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাদের আপ্যায়ন করা হয়েছে, যা আমাদের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, এখানে আমার অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তটি ছিল জামাতের ইমামের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর ভাষণ, যা শুনে আমি অনেক শিক্ষা লাভ করেছি এবং আহমদীয়া জামাতের বৈশ্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্টও শুনেছি। এটিও অত্যন্ত বিস্ময়কর ছিল। তিনি বলেন, আপনাদের স্লোগান ”খড়াব ভড়ৎ ধষষ, ঐধঃৎবফ ভড়ৎ হড়হব” (ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে) কেবল একটি স্লোগান নয়, বরং এটি আহমদীয়া জামাতের ব্যবহারিক পরিচয়। বিশ্ব যদি এই ভালোবাসা, সহনশীলতা এবং মানবতার প্রতি শ্রদ্ধার অনুভূতিকে আপন করে নেয়, তবে নিঃসন্দেহে বিশ্ব শান্তির এক দোলনায় পরিণত হতে পারে। এরপর তিনি বলেন, লাইভ প্রোগ্রামগুলো, যা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সম্প্রচারিত হচ্ছিল, সেগুলোও আমাকে অনেক বিস্মিত করেছে। একইভাবে, তাঁর যিনি প্রিন্সেস ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী, তিনিও একই অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এবং তিনি বলেন, নারীদের জন্য করা আদর্শ ব্যবস্থাপনা, তাদের সম্মান, স্বাধীনতা এবং মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ দেখে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দদায়ক বিস্ময় লাভ করেছি। হাজার হাজার নারীকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে যাতায়াত করতে এবং পূর্ণ মর্যাদার সাথে জলসায় অংশগ্রহণ করতে দেখে ইসলাম সম্পর্কে আমার অনেক ধারণা বদলে গেছে। আমি অনুভব করেছি যে, আহমদীয়া জামা'ত ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী নারীদের প্রতি সম্মান এবং তাদের অধিকারকে বাস্তবে রূপদান করেছে।

সেনেগাল থেকে একজন অতিথি এসেছিলেন, সেন্ট লুইসের প্রাক্তন গভর্নর আলিউন বাদারা সাম সাহেব। তিনি বলেন, যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হলো এর চমৎকার ব্যবস্থাপনা। অংশগ্রহণকারীদের এত বিশাল সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও এটি স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছিল যে, জলসার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করা হয়েছিল। যাতায়াতের ব্যবস্থাও ছিল চমৎকার, স্বেচ্ছাসেবীরা ছিলেন সদালাপী, সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকতেন। আর তিনি বলেন, আমি সকল বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। বক্তৃতা চলাকালীন এখন অ-আহমদীরাও কেবল বসেই থাকেন না, বরং তারা বলেন, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। বিভিন্ন ভাষার (অনুবাদের) ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত চমৎকার ছিল, যার কল্যাণে আমরা সকল বক্তৃতা এবং বার্তাগুলো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। তিনি বলেন, পুরো জলসা জুড়ে যে বার্তাটি বারবার স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, তা হলো ভালোবাসা, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বের বাণী।

একইভাবে, রাদু দুতা সাহেব, লুক্সেমবার্গের একজন আইনজীবী। তিনি ব্যারিস্টার, নিজের ছেলেকে নিয়ে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, জলসার এই তিনটি দিন আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিনে পরিণত হয়েছে। আমি প্রথমবারের মতো এত বিশাল সুসংগঠিত এবং মর্যাদাপূর্ণ ইসলামি সমাবেশ দেখেছি। এত বিশাল সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও পুরো ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মানুষগুলো একই পরিবারের সদস্য। প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী হাসিমুখে অতিথিদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। কর্তব্যরত প্রত্যেক কর্মী প্রত্যেক অতিথির সাথে এমন ভালোবাসা, সম্মান এবং মনোযোগের সাথে আচরণ করছিলেন যেন তারাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত। এছাড়া আন্তর্জাতিক বয়আতের দৃশ্যও অতিথিদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বয়আতের আত্মিক প্রশান্তিদায়ক দৃশ্যটি আমার কাছে অবিস্মরণীয় ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হাজার হাজার মানুষকে যখন একই ইমামের হাতে বয়আত করতে এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে খোদা তা'লার সমীপে দোয়া করতে দেখি, এটি এমন এক ঈমানোদ্দীপক এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল, যা আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

এরপর তিনি বলেন, জামাতের ইমামের সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয় এবং আমি প্রথমে কিছুটা অস্থিরতা বোধ করছিলাম, কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার পর আমার অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। একইভাবে, আমার মনে যে কথা ও অনুভূতিগুলো ছিল, যা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম, তিনি আমার জিজ্ঞাসা করার আগেই সেই কথাগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করেন এবং উত্তরও দিয়ে দেন।

এরপর একজন নবদীক্ষিত (আহমদী) হচ্ছেন, এলাইজা গ্যাব্রিয়েল সাহেব। তিনি বলেন, ইসলামগ্রহণের পূর্বে আমি খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলাম। আমাদের

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থীঃ Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

সর্বদা শেখানো হতো, বিশ্বাসের সম্পর্ক সঙ্গীতের সাথে। বর্তমানে বিশ্বে এটিও একটি বড়ো প্রচলনে পরিণত হয়েছে যে, সঙ্গীত অপরিহার্য, কিন্তু আমি কখনো এই রীতিতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রশান্তি এবং ঐশী নৈকট্য অনুভব করতে পারিনি। তিনি বলেন, মুসলমান হওয়ার পর আমি নামাযও পড়তাম, কিন্তু কখনো ক্রন্দন ও আহাজারি করার সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু যখন বার্ষিক জলসায় বয়আত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করি, তখন আমার ভেতরে এমন এক আধ্যাত্মিক অবস্থা সৃষ্টি হয়, যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি ক্রমাগত নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকি। দোয়া করতে থাকি এবং আমার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। আর খিলাফতের সাথে আমার একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ তা'লার সাথে একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি বলেন, এরপর নামায হয় আর নামাযেও আমার মাঝে এই আধ্যাত্মিক অবস্থাই বিরাজমান থাকে আর এই অবস্থাতেই আমি জলসাগাহ থেকে বাইরে চলে যাই অথচ আমার এই খেয়ালই ছিল না যে, আমি আমার জুতো পরতে ভুলে গেছি। এই অবস্থাতেই আমি শৌচাগারের দিকে চলে যাই এবং সেখানে কর্তব্যরত একজন স্বেচ্ছাসেবী আমার পায়ের দিকে তাকান, এরপর নিজের জুতো খুলে আমাকে দিয়ে দেন এবং বলেন, আপনি এটি পরে নিন। খালি পায়ে ভেতরে যেতে আপনার কষ্ট হবে। তিনি বলেন, এই ছোট্ট ঘটনাটি আমার ঈমানকে আরও মজবুত করে দিয়েছে যে, এটি সত্যিই খোদা তা'লার প্রতিষ্ঠিত একটি ঐশী জামা'ত, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাইকে সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

অতএব আহমদী স্বেচ্ছাসেবী এবং কর্মীরা, যারা অতিথিদের প্রতি এমন খেয়াল রাখেন, এর মাধ্যমে মানুষের ঈমানও মজবুত হয়।

চেক প্রজাতন্ত্র থেকে একজন অধ্যাপক ইয়ারোস্লাভ ফ্রাঙ্ক এসেছিলেন এবং আরেকজন অধ্যাপক ছিলেন মারিক চাইকা সাহেব। তারা বলেন, আমাদের জলসা সালানা এতই ভালো লেগেছে যে, আমরা আমাদের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। চেক প্রজাতন্ত্রে ফিরে গিয়ে আমরা আমাদের ছাত্র ও অধ্যাপকদের কেবল একথাই বলতে পারি যে, আপনাদেরকে স্বয়ং এখানে এসে এই জাঁকজমকপূর্ণ সমাবেশের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, যা আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনায় সুসজ্জিত ছিল। তারা বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষ ভালোবাসা, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি নিয়ে এক জায়গায় সমবেত হয়েছিল। ইবাদতের পর মানুষের সাথে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং প্রেরণাদায়ক ছিল। এটি দেখে খুব আনন্দিত হয়েছি যে, কীভাবে একটি বিশ্বাস বিশ্বব্যাপী মানুষকে ভালোবাসা, শান্তি এবং ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করছে। তারা বলেন, যুগ-খলীফার ভাষণের পর আমরা ইসলাম এবং তাক্বওয়ার প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছি। আমরা এই বিষয় সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি ও জ্ঞান লাভ করেছি এবং একইভাবে তারা বলেন, এমটিএ-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে কভারেজ ছিল, তাও ছিল বিস্ময়কর।

কাজাখস্তান থেকে সাওলে সাহেবা জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এটি এমন এক আত্মিক প্রশান্তিদায়ক এবং স্মরণীয় সমাবেশ ছিল, যা আমার হৃদয়ে পরম আনন্দদায়ক এবং গভীর প্রভাব ফেলেছে। তিনি বলেন, জামা'তের ইমাম এবং অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতায় ঈমান, উত্তম চরিত্র, শান্তি, পারস্পরিক সম্প্রীতি, পারিবারিক মূল্যবোধ, তরুণদের তরবীয়ত এবং সমাজসেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ, আর তারা যে শান্তি ও নিরাপত্তার কথা বলছিল তা আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে।

এরপর আমেরিকা থেকে ড. প্রফেসর ব্রুগীড শফ, যিনি আইনের অধ্যাপক, তিনিও এসেছিলেন। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে আমার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কনভেনশনে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে, কিন্তু জলসা সালানা যুক্তরাজ্যের অভিজ্ঞতা এসবগুলোর চেয়ে অনন্য। একশোটির অধিক দেশ থেকে আগত বিভিন্ন ধর্ম, জাতীয়তা এবং জীবনের নানা শ্রেণী ও পেশার সাথে যুক্ত অতিথিদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের সবার একই মত ছিল যে, এখানে ভালোবাসা, সম্মান, শান্তি এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের যে পরিবেশ দেখতে পাওয়া গেছে, তা সত্যিই অসাধারণ। একইভাবে তিনি বলেন, হিউম্যানিটি ফার্স্ট এবং বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ ও ঐতিহাসিক প্রদর্শনী আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এটি দেখে আনন্দিত হয়েছি যে, জামা'ত নিজস্ব সম্পদ দিয়ে বিশ্বজুড়ে অভাবীদের সেবা করছে, তা তারা যে ধর্ম বা জাতিরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন। এরপর তিনি বলেন, সবাই শিক্ষিত মানুষ, উচ্চ শিক্ষিত, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থীঃ Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্বেচ্ছায় সেবা প্রদান করছিলেন, যা আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

ব্রাজিল থেকে টেলিভিশন রিপোর্টার এরিক পোর্টিলার সাহেব বলেন, আমি একথা না বলে থাকতে পারছি না যে, আমি এই অনুষ্ঠানের বিশালতা ও পরিসর দেখে বিস্মিত হয়েছি। বিশেষ করে লঙ্গারখানার আয়তন এবং সেসব জায়গা, যেখানে খাবার প্রস্তুত করা হয়। আধুনিক, প্রশস্ত, সুশৃঙ্খল এবং অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবীর কঠোর পরিশ্রম, পরিচ্ছন্নতা এবং একাগ্রতা দেখার এক অনিন্দ্য সুন্দর অভিজ্ঞতা, যা আমার হৃদয়কে শান্তি ও আনন্দে আপ্লুত করে।

ফিলিপাইন থেকে অধ্যাপক ইউসুফ মোরলেস সস্ত্রীক এসেছিলেন, তিনিও একজন অধ্যাপক; অধ্যাপক শরিমা মোরলেস। বলা হয়, তাঁরা খ্রিস্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তিনি 'ন্যাশনাল কমিশন অন মুসলিম ফিলিপিনোস'-এর চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এখনও আহমদী হননি। তিনি বলেন, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থিতি প্রায় পঞ্চাশ হাজার বলা হয়েছে, কিন্তু জলসাগাহের বিশালতা এবং ব্যবস্থাপনার পরিসর দেখে আমার মনে হয়েছে যে, এই সমাবেশ এর চেয়েও অনেক বড়ো।

বিশেষ করে সে-সকল হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের নিরলস প্রচেষ্টা দেখে বিস্মিত হয়েছি, যারা নিজেদের সময় ও সেবার মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ অস্থায়ী শহর গড়ে তুলেছে, যেখানে অসংখ্য মানুষের জন্য আবাসন, খাবার, ট্রান্সপোর্ট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য রয়েছে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করেন এবং অত্যন্ত সাধারণ ও কায়িক পরিশ্রম করে সেবা করেন আর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে করেন। প্রকৃতপক্ষে এটিই সেই বিষয় যা একটি শান্তিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। ছোট শিশুদেরকে পানি পান করাতে দেখেছি। তিনি আরো বলেন, ১৪-১৫ বছরের দুটি শিশু ছিল, তাদের খাবারের দায়িত্ব ছিল, আর তারা এতো দায়িত্বসহকারে দৌড়ে দৌড়ে তিনশ মানুষকে খাবার খাওয়াচ্ছিল, যা দেখে অবাক হচ্ছিলাম। তিনি বলেন, এখানে এসে আমি এটিও জানতে পেরেছি যে, স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব আহমদী ছিলেন। তদ্রুপ ড. আব্দুস সালাম সাহেবের বিভিন্ন কীর্তি সম্পর্কে আরো অধিক অবগত হয়েছি। এছাড়া জামাতের ইমামের ভাষনসমূহও আমাকে অনেক প্রভাবিত করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলো বিষয়ের অবতারণা করেছেন। আর প্রত্যেকটি বিষয় বিশদভাবে খুব সাধারণ ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।

এল-সালভাদোর থেকে একজন অতিথি সাউল ল্যাগাডো সাহেব এসেছিলেন, যিনি সেন্ট্রাল আমেরিকান পার্লামেন্টে এল-সালভাদোরের প্রতিনিধি। তিনি বলেন, এটিই আমার প্রথম যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় যোগদান যেখানে আমার আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমি শিখেছি তা হলো- আমাদের দৈনন্দিন জীবন কীভাবে অতিবাহিত করা উচিত। এর মূল বার্তা এটিই ছিল- যেভাবে একটি কাণ্ড গাছ থেকে পৃথক হয়ে শুকিয়ে যায়, কেননা সেই গাছ-ই তাকে জীবিত রাখছিল, তদ্রুপ আমরাও যদি খোদা তা'লা থেকে দূরে সরে যাই, তাহলে এটিই আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু। জামাতের ইমাম যেভাবে বলেছেন, আমরা খোদাকে কেবল তখনই অন্বেষণ করি যখন আমরা কোনো বিপদে আপতিত হই- এটি একদম সঠিক কথা।

অনুরূপভাবে তিনি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে যে উপদেশ প্রদান করেছেন, এগুলোর ওপর যদি আমরা আমল করি এবং দৃষ্টি অবনত রাখি, তাহলে দাম্পত্য জীবনের অনেক সমস্যা থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। অতএব অ-আহমদীরা যদি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, তাহলে (চিন্তা করুন) আহমদীদের কতো অধিক পরিমাণে এই বিষয়টি অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরো বলেন, অসাধারণ ব্যবস্থাপনা আমাকে প্রভাবিত করেছে। জামাতের ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাতের সময় খুব অল্প ছিল, কিন্তু আমার আরো অধিক সময় লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল; তবে এই সংক্ষিপ্ত সময়েও তিনি প্রত্যেকটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন আর আমার সাথে কথা বলেছেন; আর তিনি বলেন, সাক্ষাতের পর তো আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, যুগ-খলীফা নিজ জামা'ত সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত আছেন আর কোথায় কোথায় ও কোন্ স্থানে (জামা'ত) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এই বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল।

বেলিজ থেকে একজন নও-মোবায়া মোর্যী কোরিয়ানো সাহেবা বলেন, আমরা অনেক ছোটো একটি রাষ্ট্রের বাসিন্দা। আমাদের শহরের লোকসংখ্যা কেবল পঞ্চাশ হাজার। একশ লোক একত্রিত হলেও ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু জলসার ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ শান্তি বজায় ছিল এবং লোকজন খুব হৃদ্যতার সাথে একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করছিল। তিনি বলেন, আমার পক্ষে আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি এখন নিজেকে একজন আহমদী মুসলমান বলতে খুশি অনুভব করি। তিনি বলেন, আমার স্বামীর গত বছর সালানা জলসায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয় আর সে-সময় যুগ-খলীফা বলেছিলেন-'নিজ স্ত্রীর নিকটও আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছাও।' আর আজ আল্লাহ তা'লার ফযলে আমি পূর্ণ বিশ্বাস ও গর্বের সাথে বলছি- আমি একজন আহমদী মুসলমান।

বুলগেরিয়া থেকে সোলিন পেনকভ, যিনি শ্রম ও সামাজিক নীতি মন্ত্রণালয়ের (Ministry of Labour and Social Policy) সেক্রেটারি জেনারেল, বলেন, জার্মানির বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক জলসাগুলোতে আমি বহুবার অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু যুক্তরাজ্যের জলসা সালানার অভিজ্ঞতা এর ব্যাপকতা, সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা এবং উচ্চমানের দিক থেকে ছিল স্বতন্ত্র ও অতুলনীয়। যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে, তা হলো জলসাস্থলের অসাধারণ বিশালতা এবং সেখানে গড়ে তোলা অস্থায়ী শহর। সকল মৌলিক সুবিধা অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রদান করা হয়েছিল এবং সেখানে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলো ছিল অত্যন্ত তথ্যবহুল, জ্ঞানগর্ভ এবং উচ্চমানসম্পন্ন। বক্তারা ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, যার ফলে উপস্থিত ব্যক্তিদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন প্রদর্শনী আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে এবং সেগুলো আধুনিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে সাজানো হয়েছিল। শিশুদের জন্যও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। এগুলো এমন বিষয়, যা আগামী প্রজন্মের উত্তম প্রশিক্ষণ ও গড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

সেনেগাল থেকে আহমাদু-বা সাহেব, যিনি তিজানিয়া তরিকার অন্তর্ভুক্ত এবং নিজ এলাকার একজন ধর্মীয় নেতা, তিনি এই জলসা সম্পর্কে বলেন- এই জলসার চমৎকার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। যেভাবে এই জলসার আয়োজন করা হয়েছে, নিরাপত্তার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, উপস্থিত ব্যক্তিদের উন্নত চরিত্র, তাদের প্রজ্ঞা, সৌজন্য এবং বিশেষভাবে আহমদিয়া জামাতের সদস্যদের উচ্চ নৈতিক চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তিনি বলেন, এর আগে আমি শুধু আহমদিয়া জামাত সম্পর্কে শুনতাম। কিন্তু আজ নিজ চোখে এমন একটি জামাতকে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, যারা অত্যন্ত সুসংগঠিত, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং তাদের খলিফার নির্দেশনাবলির ওপর পূর্ণাঙ্গভাবে আমলকারী। তিনি আরও বলেন, আগে থেকেই আমার জানা ছিল যে, আপনারা মানবতার সেবার জন্য অনেক কাজ করেন- যেমন অনুদান প্রদান, পানির কূপ খনন, মসজিদ নির্মাণ, হাসপাতাল, ত্রাণ কার্যক্রম এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্প। কিন্তু আজ আপনাদের মানবিক মূল্যবোধ, মানব উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা, প্রজ্ঞা, মৌলিক শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ দেখে, আরও প্রদর্শনীগুলো পর্যবেক্ষণ করে আমি আরও বেশি মুগ্ধ হয়েছি। বাস্তবতা হলো, আমি অন্তরের গভীরতা থেকে আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই। তিনি আরও বলেন, জামাতের ইমামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই সাক্ষাতের মাধ্যমে জামাতকে বুঝতে আমার অনেক সুযোগ হয়েছে।

এভাবেই সেনেগাল থেকে মোরমানে কাবা ডিয়াকাটে সাহেব, যিনি পার্লামেন্টের একজন সদস্য, বলেন, আমি নিজ চোখে দেখেছি যে, জনগণের সেবা, আত্মমর্যাদা, সাহস এবং দৃঢ়সংকল্প আপনাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কথার চেয়েও বড় বিষয় হলো, আমি এখানে সেবার ইসলামকে প্রত্যক্ষ করেছি। আমি এমন হাত দেখেছি, যা দান করে; এমন হৃদয় দেখেছি, যা ক্ষমা করে; এবং এমন দরজা দেখেছি, যা সর্বদা অন্যদের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

কসোভো থেকে প্রফেসর ড. খলিল ইবরাহিমি সাহেব, যিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এবং তাঁর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের কারণে কসোভোতে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তিনি বলেন, প্রতিটি বিভাগে শৃঙ্খলা, সহযোগিতা এবং আত্মত্যাগের যে সম্মিলিত চিত্র আমি দেখতে পেয়েছি, তা সত্যিই ঈর্ষণীয় ছিল। এর পাশাপাশি, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে ভালোবাসা, আন্তরিকতা, সম্মান এবং উদার আতিথেয়তা পেয়েছি, তা এই অভিজ্ঞতাকে আমার জন্য অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। তিনি '''১একতার একটি অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ; যা শান্তি, সম্মান ও ভ্রাতৃত্বের সম্মিলিত মূল্যবোধের সম্মিলন। তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রদর্শনী ও জ্ঞান মূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবা মূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও আমি জানতে পেরেছি।

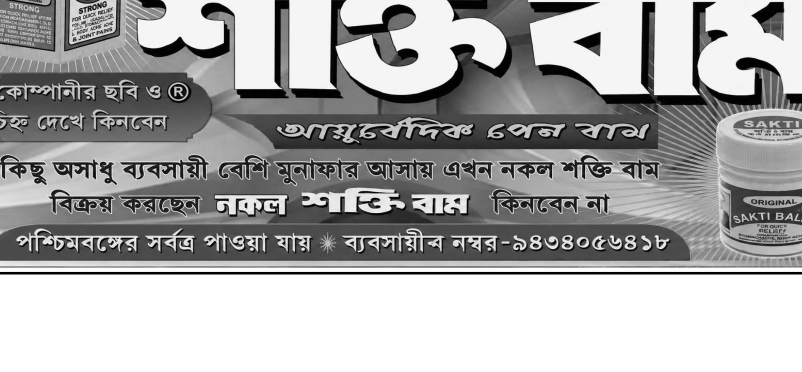

অস্ট্রেলিয়ার দুজন অতিথি উকিল কেরোলিন সাহেবা ও হানা সাহেবা যোগদান করেছিলেন। তারা বলেন, বার্ষিক জলসায় যোগদানকে আমরা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করি। ব্যবস্থাপনা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল। তিনি বলেন, আমি জলসা গাহেও এবং বাহিরেও ঘুরেফিরে পর্যবেক্ষণ করেছি। কোন ঝগড়া-বিবাদ বা হৈ চৈ ছিল না। এত নিরব ও শান্তিপ্রিয় লোক জগতে নেই। প্রত্যেকেই একে অপরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল। শিশুদেরকে পানি পান করাতে দেখে আনন্দিত হয়েছি। হিউম্যান রাইটস-এর সভায় যোগ দিয়েছি। জামাতের সারা বিশ্বে শান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা-ধারা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখা, সেটাও শুধু আহমদীদের জন্য নয় বরং প্রত্যেক অত্যাচারীর জন্য আওয়াজ তোলা; এটি অনেক বড়ো বিষয় যার দ্বারা আমি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি। তিনি এতটাই প্রভাবিত হয়েছেন যে, নিজের মুবাল্লিগ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, পরের বছরও এখানে নিয়ে আসবেন।

বলিভিয়া থেকে সাংবাদিক গাইড রিগ্যান জলসায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণ করা আমার জন্য একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। একইভাবে আমি বক্তৃতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি, জামাতের প্রধানের বক্তৃতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। তিনি বলেন, এমন একটি জলসা ছিল যা সর্বদা আমার জীবনে গেঁথে যাবে এবং আমাদেরকে নিজ প্রভুর নিকটবর্তী করতে এবং তাঁর কৃপা অর্জনের পথ দেখাবে। আল্লাহ্ তা'লা করুন যেন ইসলামের বার্তাও গ্রহণকারী হয়ে যান। তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে এটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, বছরের পর বছর যাবত যে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, মুসলমান নারীরা অত্যাচারিত এবং অবরুদ্ধ; সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এর বিপরীতে ইসলামে নারীকে যে সম্মান, নিরাপত্তা ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা দ্বারা আমি প্রভাবিত হয়েছি।

কসোভো থেকে উনি জোর্শুর সাহেবা যিনি 'বালদী আলী জান'-এর চীফ অফ ক্যাবিনেট, তিনি বলেন, জামাতের খলীফার বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। জলসার পূর্বে স্বেচ্ছাসেবকদের উপদেশ প্রদান করেছিলেন যে, অতিথিদের সেবা করাকে মহান দায়িত্ব মনে করে ভালোবাসা, বিনয়, নিষ্ঠা ও সর্বোত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সম্পাদন করবেন। এটি বৃহস্পতিবার রাতে। তিনি বলেন, সে সময় এই উপদেশ আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু আমার ধারণা ছিল না যে, পরের দিনই এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত নিজের চোখে দেখতে পাবো। তিনি বলেন, আমার শরীর হঠাৎ করে খারাপ হয়ে যায়। মাথা ঘোরাতে শুরু করে, শরীর খারাপ হয়ে যায়, বমি হতে শুরু করে, তৎক্ষণাত ফার্স্ট এইড (প্রাথমিক জরুরী চিকিৎসা ব্যবস্থা) কর্মীরা আমাকে দেখতে পেয়ে ছয়জন ডাক্তার আমার চতুর্দিকে একত্রিত হয়ে গেল। এমন অনুভূত হলো যেন আমি নিজ গৃহেই রয়েছি। সে মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম যে, যুগ খলীফার দিকনির্দেশনা সমূহ শুধুমাত্র কথা নয়, বরং প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবহারিক জীবনের অংশ।

জাপান থেকে হিরু ইউকি ইওমতো সাহেব বলেন, আমাদের জন্য খুবই স্মরণীয় সফর ছিল। আমরা জলসার পরিবেশকে ভালোবাসা ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ অনুভব করেছি। সেবায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দীপনা, পানি পান করানো শিশুদের সেবার ধরন, খিলাফতের সঙ্গে জামাতের সম্পর্ক এবং আপনাকে দেখার আকুলতা-এসবই ছিল অত্যন্ত অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা।

আরেকজন বন্ধু যিনি লেবাননের, বর্তমানে বেলজিয়ামের অধিবাসী, তিনি বলেন, আমি যেহেতু কূটনৈতিক বিভাগে কাজ করি, তাই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বড়ো বড়ো সভা-সম্মেলনে অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়-হোক তা কাতার, ব্রাসেলস কিংবা অন্য কোনো বড়ো শহর। কিন্তু আমি কোথাও এই জলসার মতো এত উচ্চমানের ও এত সুসংগঠিত অনুষ্ঠান দেখিনি। এখানে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ উপস্থিত, অথচ কেউ কাউকে ধাক্কা দিচ্ছে না, কেউ কাউকে মন্দ কথা বলছে না। প্রত্যেকেই একে অপরের সাথে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। ইসলামে যে ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আমি এখানে তার বাস্তব রূপ দেখেছি। একইভাবে কুরআনের এই শিক্ষা-'ধর্মের ব্যাপারে কোনো বলপ্রয়োগ নেই' (লা ইকরাহা ফিদ্দীন)-এরও বাস্তব প্রতিফলন আমি এই জলসায় দেখেছি। এখানে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও আসছেন, অবস্থান করছেন, তাদেরও যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে এবং তারা স্বাধীনভাবে উৎফুল্লচিত্তে চলাফেরা করছেন।

আর্জেন্টিনা থেকে মি. সার্জিও রুবেনও এখানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পত্রিকা 'ক্লারিন'-এর ধর্মবিষয়ক প্রধান সম্পাদক। তিনি বলেন, এখানে আসার আগে আমি আমার পত্রিকাকে এই জলসায় অংশগ্রহণের বিষয়ে জানিয়েছিলাম। তখন আমার অনেক সহকর্মী ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচলিত সাধারণ বিদ্বেষের কারণে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমি যেন আমার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করি। কিন্তু যখন আমি সরাসরি জলসার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে, স্বয়ং আপনার জামা'ত এবং আপনার জলসার এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম- এর সর্বোত্তম প্রমাণ। এত বিশাল ও ব্যাপক জনসমাগম হওয়া সত্ত্বেও চারিদিকে ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার আবহ। তিনি বলেন, জলসার শেষ দিনে তিনি টিএন টেলিভিশন চ্যানেলে জলসার সরাসরি সম্প্রচার প্রচার করেছিলেন, যাতে দর্শকরাও এই পরিবেশ দেখতে পারেন। তিনি এ বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেছেন যে, ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম এবং এর প্রমাণ হিসেবে তিনি জামা'তকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজে ক্যাথলিক। তিনি বলেন, আপনার খলীফার জলসার উদ্‌বোধনী ভাষণ আমার খুব ভালো লেগেছে, যেখানে তিনি তাকওয়ার কথা বলেছেন, যা প্রত্যেক ধর্মেরই মূল শিক্ষা। তিনি আরও বলেন, একজন খ্রিস্টান হিসেবে এই দিক থেকে আমার জ্ঞান ও উপলব্ধি অনেক বৃদ্ধি করার সুযোগ হয়েছে।

লিথুয়ানিয়া থেকে সভেতলানা মারকেভিচনে সাহেবা বলেন, বার্ষিক জলসা উপলক্ষে মুসলমানদের মাঝে থেকে তাদের জীবনযাপন ও আচরণ কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে এবং অনেক নতুন বিষয় শেখা হয়েছে। জামাতের ইমামের নারীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ শুনে ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আমার বহু ভুল ধারণা দূর হয়েছে। এটা জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, ইসলাম নারীকে সম্মান, নিরাপত্তা এবং তার মৌলিক অধিকার প্রদানের শিক্ষা দেয়। ভাষণটি ছিল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ, যুক্তিসমৃদ্ধ এবং হৃদয়স্পর্শী, যা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে আরও ইতিবাচকভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছে।

সুইজারল্যান্ড থেকে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক পরামর্শক জুলিয়া প্রোতেসি বলেন, এটি আমার জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল। এই সমাবেশে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমি এমন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে খুব কাছ থেকে দেখার ও বোঝার সুযোগ পেয়েছি, যাদের সম্পর্কে আগে আমার জ্ঞান ছিল সীমিত। স্বেচ্ছাসেবক ও অংশগ্রহণকারীদের আতিথেয়তা, উত্তম ব্যবহার এবং সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব আমাকে অভিভূত করেছে। প্রত্যেকেই অত্যন্ত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন, আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতেন এবং সবসময় প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকতেন। এর ফলে আমি আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মৌলিক মূল্যবোধ আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ পেয়েছি। তিনি বিভিন্ন প্রদর্শনীরও প্রশংসা করেছেন। প্রদর্শনীগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক ছিলো যাতে ইতিহাস, মানবসেবা করার উদ্দেশ্যাবলী ও প্রতিটি বিভাগের মানবসেবা যথার্থরূপে উপস্থাপন করা হয়েছিলো। আমার জন্য বিশেষত মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কিত প্রদর্শনী তথ্যবহুল মনে হয়েছে কেননা তা এ বিষয়টিকে জামাতের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অনুধাবন করার সুযোগ দিয়েছে।

ইতালির তুরিন থেকে প্রফেসর ফেদেরিকা সুনা সাহেবা বলেন, জলসায় দূরদর্শীতা ও আধ্যাত্মিকতার এক চমৎকার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়েছে। তার নিকট দূরদর্শীতা ও আধ্যাত্মিকার এক চমৎকার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়েছে। যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আশ্চর্যজনক বিষয় যে, সমস্ত ব্যবস্থাপনা কতটা সুশৃঙ্খলভাবে চলছিলো। যেন হাওয়া এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো/ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হচ্ছিলো। অল্পবয়সী স্বেচ্ছাসেবী যারা পানি পান করাচ্ছিলো তাদের থেকে আরম্ভ করে প্রাপ্তবয়স্ক কর্মী; সকলের মাঝে সৎ সংকল্প, আতিথেয়তা, সদাচরণ ও হাসিমুখ বিদ্যমান ছিলো। আমি আবেগের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি, মনে হচ্ছিলো যেন একটি বড়ো আন্তর্জাতিক পরিবারে স্বাগত জানানো হচ্ছে। অতিথিদেরকে হাস্যবদনে স্বাগত জানানো হয়, খেয়াল রাখা হয় ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা হয়। তিনি বর্ণনা করেন, আমার কয়েকজন পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের সাথে সাক্ষাত হয়েছে যারা (তিনি বর্ণনা করছেন) হাস্যবদনে তাকে রাস্তা খুঁজে দিতে সহায়তা করেছে অথবা তার নিকট তাদের ব্যক্তিগত বাস্তব অভিজ্ঞতা যা কখনো বেদনাময়, কখনো আনন্দময়, আবার কখনোবা উন্নত চিন্তাধারা তুলে ধরেছেন। বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন, স্বপ্নে সুস্পষ্টভাবে আগাম সংবাদ পাওয়ার ন্যায় ঘটনাবলী যা কতিপয় সদস্য তার সাথে শেয়ার করেছেন তাতে তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন, এ জামা'ত এমন এক বিশাল ও ঐক্যবদ্ধ পরিবার যা ভৌগোলিক সীমারেখার উর্ধ্বে।

রোমের একজন ধর্মীয় সমাজবিজ্ঞানী জিনাব আইদিন সাহেব বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম যে বিষয়টি দৃষ্টিপটে আসে সেটি হচ্ছে এত অসংখ্য জাতীয়তা, ভাষা ও সংস্কৃতি এক স্থানে একত্রিত হয়েছে। জামাতের পতাকার সাথে বিভিন্ন দেশের পতাকা উড্ডীন করার অনুষ্ঠান এ আন্তর্জাতিক সংহতিকে প্রকাশ করে, অর্থাৎ এমন এক ছোট জগত যেখানে বিভিন্ন জাতি নিজ নিজ স্বকীয়তা না হারিয়ে একতাবদ্ধ থাকে। তিনি বলেন, একজন ধর্মীয় সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এটি দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে যে একটি ধর্মীয় দল কীভাবে দেশীয় পরিচয় ও বৈশ্বিক সংহতিকে একসাথে নিয়ে চলতে পারে। অনুরূপভাবে তিনি অতিথিপরায়নতা ও কর্মীদের সম্পর্কে অনেক প্রশংসা করেছেন।

কানাডার স্টোনি নাকোডা ফার্স্ট নেশন থেকে রেমন্ড টনি সুনো সাহেব বলেন, এত বিশাল একটি জমায়েত দেখা আমার জন্য খুবই চিত্তাকর্ষক ছিলো। এখানে অনেক ভালো ব্যবস্থাপনা ছিলো ও প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। আর তিনি বলেন, এটি সহজ কাজ নয় কিন্তু যে উদ্দীপনার সাথে এ কাজ হচ্ছিলো তাতে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি।

তুরস্কের একজন অ-আহমদী অতিথি প্রফেসর মতিন বুয়ান সাহেব যিনি দাজলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, যিনি তাঁর নিজ তত্ত্বাবধানে ছাত্রদেরকে জামা'ত সম্পর্কে সন্দর্ভ (থিসিস) লিখিয়েছেন। তিনি বলেন, জলসার প্রতিটি ব্যবস্থাপনা ও কাজে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা দৃশ্যমান হয়েছে। আর তিনি বলেন, আমার নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে, যে ব্যক্তিই আল্লাহ্, রসূল ও পরকালের ন্যায় ইসলাম ধর্মের ও ঈমানের শর্তাবলী মান্য করে আমি তাকে মুসলমান বলে মনে করি আর তাকে কাফের বলা অনুচিত বলে মনে করি। তাই আমার দৃষ্টিতে আহমদীরাও মুসলমান। পরিতাপের বিষয় যে পাকিস্তানি আলেমরা যদি এটি অনুধাবন করতো। অতঃপর বলেন, বৈশ্বিক শান্তি স্থাপনের জন্য জামাতের প্রচেষ্টাসমূহকে আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি। অনুরূপভাবে তিনি প্রতিটি স্থানে পুরুষ ও নারীদের পৃথক ব্যবস্থাপনা দেখেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জামা'তের মাঝে ইসলামী পর্দা বিষয়ক শিক্ষার বিশেষ খেয়াল রাখা হয়।

ফ্রান্স থেকে তেরিওয়ালে সাহেব- যিনি Coordination Association Individual For Freedom Conscious-এর সভাপতি। তিনি বলেন, নিখুঁত ব্যবস্থাপনা ছিল। পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ, বেশ শান্ত। জামা'তের ইমামের সমাপনী বক্তব্য সত্যিই এক মহান ও হৃদয়স্পর্শী দিকনির্দেশনা ছিল। তিনি আমাদের সেই উচ্চ মানগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন যা আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা উচিত, এবং একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ার অনুভূতি জাগ্রত করেছেন, যার নির্মাণে আমাদের সবার হাসিমুখে কাজ করা উচিত। তারপর বলেন, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, এখানে এসে আমি অনুভব করেছি যে, আহমদীয়া জামা'ত বিশ্বজুড়ে শান্তি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিচ্ছে। এর বাস্তব প্রমাণ আমি দেখেছি এভাবে যে, একশরও বেশি দেশের মানুষ একটি ফুলের তোড়ার মতো একত্র হয়েছে এবং তাদের সুবাস আমি নিজে অনুভব করেছি।

বেলজিয়াম থেকে একজন সাংবাদিক এসেছেন। তিনি বলেন, আমি আগেও এতে অংশ নিয়েছি, তবে এ বছর আমি নারীদের উদ্দেশ্যে জামা'তের ইমামের বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এতে নারীদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই অর্জন করবেন না, বরং জাগতিক শিক্ষাও অর্জন করুন। আর জাগতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যান।

একইভাবে জাপান থেকে প্রফেসর মিনে সাকি হিরোকো সাহেবা এসেছেন, যিনি আহমদীয়া জামা'তের বিষয়ে একটি গবেষণামূলক বই লিখেছেন। এর জন্য তিনি রাবওয়া গিয়েছেন, কাদিয়ানও গিয়েছেন এবং বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন। তিনি বেশ বিজ্ঞ মানুষ। তিনি বলেন, এক তরুণ জার্মান যুবকের সাথে আজ আমার দেখা হয়েছিল যিনি আজই বয়আত গ্রহণ করেছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিসে আপনাকে বয়আত করতে আকৃষ্ট করল? তিনি উত্তর দিলেন, জলসার পরিবেশ, আহমদীদের ভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক ভালোবাসা আমাকে বাধ্য করেছে। একইভাবে তিনি দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ব্যাপক প্রশংসা করেন।

একইভাবে আর্চি সাহেব- যিনি একজন ইন্দোনেশিয়ান এবং গ্রিসে তার নব-মুসলিম অআহমদী গ্রিক স্ত্রীর সাথে থাকেন। তিনি বলেন, আমি যখন দাওয়াত পেলাম তখন ভাবলাম, এটি একটি আধ্যাত্মিক সফর হবে- যা আমাকে আল্লাহ তা'লার নিকটবর্তী করবে। তাই আমি গ্রিস ছেড়ে এখানে এসেছি এবং খলীফাতুল মসীহর ভাষণ আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। কর্মীরা মানুষের যে সেবা করছিল তা আমার ওপর গভীর রেখাপাত করেছে।

ল্যাটভিয়া থেকে অতিথি এসেছেন নারমুন্দারসেন্স, যিনি পলিটিক্যাল সায়েন্সে মাস্টার্স করেছেন। তার অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু ছিল- 'পাকিস্তানে আহমদীদের প্রতি নির্যাতন, অবিচার ও বৈষম্য'। তিনি এখানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, ইসলাম ও আহমদীয়াত নিয়ে আমার যে-সব প্রশ্ন ছিল, এই জলসা চলাকালীন সময়ে আমি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি।

তারপর গ্রিসের প্রতিনিধি দলে এক অতিথি নারী ছিলেন, তিনি বলেন, এটি অত্যন্ত সুন্দর একটি অভিজ্ঞতা ছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা সকল অতিথির সাথে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ও সাহায্যকারী ছিলেন। প্রদর্শনীটি বেশ ভালো ছিল, বিশেষ করে 'রিভিউ অব রিলিজিয়নস'-এর ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক প্রদর্শনী। আমি সেখানে বহু ঘণ্টা কাটাতে চেয়েছিলাম। প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে আমাকে যা জানানো হয়েছে তা বেশ চমৎকার। তবে সব প্রশংসা করার পর তিনি একটি বিষয়ের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, একটি বিষয় আমার পছন্দ হয় নি- তা হলো, কিছু নারী ইসলামিক ড্রেস কোড অর্থাৎ সঠিকভাবে পর্দা অনুসরণ করছিলেন না এবং কিছু পুরুষও দৃষ্টি সংযত করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখাচ্ছিলেন।

যদিও আমি বিশেষভাবে এই বিষয়ে জোর তাগিদ দিয়েছি। সুতরাং এই নেতিবাচক মন্তব্য থেকেও আমাদের নিজেদের সংশোধনের কথা চিন্তা করা উচিত, শ্রবণ করা উচিত। সুতরাং যারা অসতর্ক ছিল তাদের স্মরণ রাখা উচিত, অআহমদীরা আমাদেরকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে আর আমাদের তাদেরকে এমন কোনো সুযোগ দেওয়া উচিত নয়, যার কারণে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর কলঙ্ক লেপন হয়। বরং জলসার বক্তৃতার সময় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিও পাঠ করেছিলাম- অআহমদীদেরকে এমন সুযোগ দিও না যার ফলে তারা আমাদের প্রতি অঙ্গুলি প্রদর্শন করতে পারে।

পোল্যান্ডের পোভিচিক লামিনতোভিচ, তাদের নাম একটু কঠিন হয়ে থাকে। যাহোক, তিনি মানবাধিকারের একজন অধ্যাপক এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরও ছিলেন। (তিনি) আইনশাস্ত্র পড়ান। তিনি বলেন, ব্যবস্থাপনা দেখে অনেক প্রভাবিত হয়েছি আর জামা'তের ইমামের সাথে আমার সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা ও আবেগ বর্ণনার ভাষা আমার কাছে নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর সাথে আলাপচারিতায় ভীষণ প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে আমি যা কিছু শিখেছি, এখন তা আমি আমার শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাবো, যেন তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

এই সামান্য কয়েকটি ঘটনা আমি বাছাই করে এনেছিলাম তার মধ্য থেকেও অল্প কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করেছি।

প্রেস অ্যান্ড মিডিয়ার ক্ষেত্রে, আমি আগেই বলেছি যে, প্রেস সেকশন ছাড়াও ইউকে-র প্রেসের পক্ষ থেকেও বেশ কাভারেজ পাওয়া গেছে। যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা সংবাদপত্র 'দ্য টাইমস' তাদের ফ্রন্টলাইনে খবরটি প্রকাশ করেছে। এছাড়া অন্যান্য প্রেসের পক্ষ থেকেও কাভারেজ হয়েছে। মিডিয়া কাভারেজে প্রিন্ট আর্টিকেলের সংখ্যা ১৬টি, যেখানে পাঠকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। রেডিও প্রোগ্রাম হয়েছে ৩৫টি, যা গত বছরের তুলনায় ১০টি বেশি। টিভি প্রোগ্রাম ৬টি ছিল, যা আনুমানিক ৭২ লাখ দর্শক দেখেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ৫ লাখ ৩০ হাজার ভিউ হয়েছে এবং ইউকে সেকশনের খবর কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছেছে- তাদের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী এটি প্রায় ৫ কোটি ২৮ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। প্রেস অ্যান্ড মিডিয়ার মাধ্যমে প্রায় ১২টি বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেল কাভারেজ প্রদান করেছে, যার মধ্যে বিখ্যাত জাতীয় চ্যানেল ও সংবাদপত্রসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সাংবাদিকদের অনুভূতি:

একজন নারী সাংবাদিক বলেন, শেষ দিনে বয়আতের দৃশ্যটি দেখার পর আমি গভীরভাবে অভিভূত হ য়ে পড়েছি। আবেগে আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। এটি এমন এক দৃশ্য ছিল, যা আমি জীবনে কখনো দেখি নি। আমার মনে হয় না, বিশ্বে অন্য কোথাও এই ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা বা সম্মেলন আয়োজন করা সম্ভব। এই দৃশ্য মানুষকে স্তব্ধ করে দেবার মতো ছিল এবং আমি পুরোপুরি এর মাধ্যমে মুগ্ধ হয়েছি।

একইভাবে অন্যান্যদের মন্তব্যও বেশ চমৎকার ছিল। এমটিএ আফ্রিকার পক্ষ থেকেও বিশাল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০জন সাংবাদিক এতে অংশ নিয়েছিলেন এবং তারা প্রায় ১৫৭টি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। ৬ কোটি ৩০ লাখের বেশি ঘরে এই জলসার খবর পৌঁছেছে। জলসা সালানার সরাসরি সম্প্রচার আফ্রিকার ১৮টিরও বেশি চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়, বক্তৃতাগুলো প্রচারিত হয় এবং এর কাভারেজ আনুমানিক ৩ কোটি ৫০ লাখের বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায়। এগুলো ছিল আফ্রিকার অআহমদী দর্শকদের কিছু অনুভূতি।

সিয়েরালিওনের বেন্টা ফোর গ্রামের একজন শিক্ষক ও খ্রিষ্টান পাদরি জর্জ বলেন, আমি পেশায় একজন শিক্ষক এবং সিয়েরালিওনের বেন্টা ফোর গ্রামে বাস করি। আমি আহমদী মুসলিম নই। যুক্তরাজ্যের জলসা সালানার তিন দিনব্যাপী যে জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হলো, আহমদী মুসলমানদের তাদের খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য ভালোবাসা, শান্তি, আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা- তা যে দেশের অধিবাসীই হোক না কেন। তিনি আরো বলেন, সাধারণত রবিবার আমার গির্জায় যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি রবিবার মসজিদে গিয়ে সরাসরি আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান দেখার সিদ্ধান্ত নেই এবং সেখানে যা দেখলাম তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। এখন আমি বুঝতে পেরেছি, কেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সারাবিশ্বে এত দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।

একইভাবে আরো অনেক পাদরি ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই জলসার কল্যাণকর সব প্রভাব জামা'তের সকল সদস্যের ওপর বজায় রাখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও হিদায়াত দান করুন এবং তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রতি অকৃষ্ট করুন, আমীন।

[সৌজন্যে: আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ,,,,সেপ্টেম্বর, ২০২৬]

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

সাইবার অপরাধ এবং আমাদের তথ্যগত নিরাপত্তা

মুহাম্মদ উসামা রহমান, ইন্সপেক্টর, ওয়াক্‌ফে জাদীদ

পৃথিবী যে গতিতে ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে, কয়েক দশক আগে সম্ভবত তা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। আজ একটি ছোট মোবাইল ফোন আমাদের জন্য একই সঙ্গে অফিস, বাজার, গ্রন্থাগার, ডাকঘর এবং যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ঘরে বসে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে অবস্থানরত ব্যক্তির সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করা যায় এবং আর্থিক লেনদেনও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব। একদিকে এসব সুবিধা মানব-অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, অন্যদিকে এসব মাধ্যমের অপব্যবহার এমন একটি ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে, যা বর্তমানে সাইবার অপরাধ নামে পরিচিত।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন যত বেশি ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে, ততই আমাদের ব্যক্তিগত তথ্যও অনলাইন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ছে। সুতরাং তথ্যের নিরাপত্তা এখন আর শুধু কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট অথবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাইবার অপরাধ কী?

সাইবার অপরাধ বলতে এমন অপরাধকে বোঝায়, যেখানে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট অথবা অন্য কোনো ডিজিটাল ব্যবস্থাকে অপরাধ সংঘটনের জন্য ব্যবহার করা হয়, অথবা কোনো ডিজিটাল ব্যবস্থা ও তাতে সংরক্ষিত তথ্যকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। কোনো ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা, পরিচয় চুরি করা, ভুয়া প্রোফাইল তৈরি করা, প্রতারণার মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা, ক্ষতিকর সফটওয়্যার ছড়িয়ে দেওয়া, কারও ব্যক্তিগত ছবির অপব্যবহার করা, অনলাইনে ব্ল্যাকমেইল করা এবং আর্থিক প্রতারণা-এসব এর বিভিন্ন রূপ। এই অপরাধের একটি বিশেষ সমস্যা হলো, এর জন্য অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির একে অপরের সম্মুখীন হওয়া আবশ্যক নয়। একজন ব্যক্তি এক মহাদেশে বসে অন্য মহাদেশে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যবস্থাকে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে।

সাইবার অপরাধের উল্লেখযোগ্য রূপসমূহ

ভারতের জাতীয় সাইবার অপরাধ রিপোর্টিং পোর্টালের মতে, ফিশিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতারণার মাধ্যমে এমন একটি ই-মেইল বা বার্তা পাঠানো হয়, যা কোনো বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এসেছে বলে মনে হয় এবং যার উদ্দেশ্য সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করা। একইভাবে ভিশিংয়ের ক্ষেত্রে ফোন কল এবং স্মিশিংয়ের ক্ষেত্রে এসএমএসের মাধ্যমে একই ধরনের প্রতারণা করা হয়।

সাইবার অপরাধের জগৎ অত্যন্ত বিস্তৃত। ফিশিংয়ের ক্ষেত্রে অপরাধী কোনো বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পরিচয় ধারণ করে গোপন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। পরিচয় চুরির ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যক্তির পরিচয় বা পরিচয়-সংক্রান্ত তথ্যের অপব্যবহার করা হয়। ম্যালওয়্যার হলো এমন ক্ষতিকর সফটওয়্যার, যা কোনো ডিভাইস অথবা তথ্যের ক্ষতি করতে পারে। র‍্যানসমওয়্যারের ক্ষেত্রে তথ্য বা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তা পুনরুদ্ধারের বিনিময়ে অর্থ দাবি করা হয়।

একইভাবে সাইবার স্টকিং, সাইবার বুলিং, অনলাইন চাঁদাবাজি, স্পাইওয়্যার, তথ্য চুরি এবং অননুমোদিত হ্যাকিংও এর বিপজ্জনক রূপসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

একটি বৈশ্বিক ও জাতীয় হুমকি

এই সমস্যা এখন আর কেবল কয়েকজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ভারতে জাতীয় সাইবার অপরাধ রিপোর্টিং ব্যবস্থার অধীনে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের , ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে জাতীয় সাইবার অপরাধ রিপোর্টিং পোর্টালে আর্থিক প্রতারণার ৬৫ লক্ষেরও বেশি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে এবং প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে অর্থের পরিমাণ ৫৫ হাজার কোটি রুপি ছাড়িয়ে গেছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে সমস্যাটি কতটা ব্যাপক হয়ে উঠেছে এবং একই সঙ্গে এটিও স্পষ্ট হয় যে সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা এবং সময়মতো পদক্ষেপ গ্রহণ কতটা জরুরি।

নতুন আবিষ্কার এবং বিশ্বের নিজের বিনাশ

সাইবার অপরাধের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জাতীয় ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা। এই বিপদের প্রতি হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বহু বছর আগেই অসাধারণ গুরুত্বের সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেন:

"তারপর নতুন নতুন আবিষ্কার রয়েছে। মানুষ নিজেদের যোগাযোগের জন্য, নিজেদের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য, নিজেদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অনেক সুবিধা সৃষ্টি করেছে। কম্পিউটার বহু কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই আবিষ্কারই পৃথিবীর ধ্বংসের মাধ্যমও হতে পারে। আজকাল বারবার কখনো কোনো বিশেষ দেশে এবং কখনো সমগ্র পৃথিবীতে সাইবার আক্রমণ হচ্ছে। এর ফলে পুরো ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এখানকারও এনএইচএসের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। বিমানবন্দরগুলোর ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার এবং যুদ্ধের কারণ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই সাইবার আক্রমণগুলো ভয়াবহ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং ধ্বংস ডেকে আনতে পারে... সুতরাং পৃথিবী নিজেই নিজের ধ্বংসের ব্যবস্থা করছে।" (জুমার খুতবা, ৩০ জুন ২০১৭)

এই নির্দেশনা আমাদের বোঝায় যে প্রযুক্তি নিজে না কল্যাণকর, না অকল্যাণকর। মূল বিষয় হলো এর ব্যবহার। কম্পিউটার সারা পৃথিবীর মানুষকে পরস্পরের নিকটবর্তী করতে পারে, জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে পারে এবং মানবতার সেবা করতে পারে; কিন্তু একই ব্যবস্থা যদি বিশৃঙ্খলা, গুপ্তচরবৃত্তি অথবা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা ধ্বংসের উপকরণে পরিণত হতে পারে। অতএব উন্নতির সঙ্গে নৈতিক দায়িত্ববোধও অপরিহার্য।

আমরা কোথায় ভুল করি? (মৌলিক কারণসমূহ)

প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা, যেমন অ্যান্টিভাইরাস ও ফায়ারওয়াল, নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু সাইবার আক্রমণের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ সাফল্য মানুষের মনস্তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে অর্জিত হয়। এর তিনটি মৌলিক কারণ হলো:

তাড়াহুড়া: যখন কোনো বার্তা আসে যে, "আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অবিলম্বে এই লিংকে ক্লিক করুন," তখন আমরা কোনো চিন্তাভাবনা না করেই আতঙ্কিত হয়ে ক্লিক করে ফেলি।

অন্ধ বিশ্বাস: কোনো অপরিচিত ব্যক্তির ই-মেইল অথবা হোয়াটসঅ্যাপে আসা যেকোনো 'ফরওয়ার্ড করা' লিংকের ওপর যাচাই-বাছাই ছাড়াই বিশ্বাস করে নেওয়া। আমরা ভুলে যাই যে পর্দার অপর পাশে বসে থাকা ব্যক্তি বন্ধু, না শত্রু।

মনোযোগের অভাব: প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের মনোযোগের ব্যাপ্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমরা শর্তাবলি এবং পপ-আপ না পড়েই "অ্যাকসেপ্ট" করে নিই, যার ফলে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করে বসি।

ইসলাম এবং তথ্যগত নিরাপত্তা

ইসলামের শিক্ষাগুলো আজকের ডিজিটাল বিশ্বের জন্যও মৌলিক নৈতিক নীতিমালা প্রদান করে।

১. পবিত্র কুরআন আমাদের জ্ঞান ছাড়া কোনো বিষয়ের অনুসরণ করতে নিষেধ করে। এটি তাড়াহুড়া থেকেও বিরত থাকতে বলে।

প্রতারণাকারীরা সবসময় আপনার মনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার চাপ সৃষ্টি করে, যাতে আপনি চিন্তা ও বিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লিংকে ক্লিক করেন। ইসলামের শিক্ষা জ্ঞান ছাড়া কোনো বিষয়ের অনুসরণ করতে নিষেধ করে এবং তাড়াহুড়া থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে বলে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন: "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয়-এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

(বনি ইসরাঈল: ৩৭)

হাদিসে নবী করিম (সা.) বলেছেন: "স্থিরতা ও ধীরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল আদাব, হাদিস: ৫০৫৫)

শেষাংশ ১২ পাতায়....

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয়আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Humayum Kabir, Nalhati,(Birbhum)**

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৬ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহতা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহসানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

অস্ট্রেলিয়া জামাআতে জাতীয় আমেলা মজলিসের হুযুর আনওয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলার সঙ্গে বৈঠক

এরপর কর্মসূচি অনুযায়ী "অস্ট্রেলিয়া জামাআতে জাতীয় আমেলা মজলিস-এর হুযুর আনওয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলার সঙ্গে বৈঠক শুরু হয়। হুযুর দোয়া করান।

এরপর হুযুর আনওয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা জেনারেল সেক্রেটারির কাছে জামাআতের সংখ্যা এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত হওয়ার বিষয়ে জানতে চান। এর উত্তরে জেনারেল সেক্রেটারি সাহেব জানান যে, আমাদের জামাআতের সংখ্যা দশটি এবং এসব জামাআত থেকে আমরা মাসিক প্রতিবেদন পেয়ে থাকি।

সেক্রেটারি মাল-এর কাছে হুযুর আনওয়ার আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা জামাআতের বার্ষিক বাজেট, চাঁদা প্রদানকারীদের সংখ্যা, উপার্জনকারীদের সংখ্যা এবং তাঁদের আয়ের মান সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন এবং বলেন, "ভালো মান রয়েছে। সেক্রেটারি মাল পরিশ্রম করেছেন।"

সেক্রেটারি মাল জানান যে, উপার্জনকারী সদস্যদের সংখ্যা ১২৪৯ জন। তাঁদের মধ্যে ৯৪১ জন নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করেন এবং ৩০৮ জন নির্ধারিত হারের বাইরে রয়েছেন। আর ৯৪১ জন নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানকারীর মধ্যে ৮৭৪ জন মোসী।

সেক্রেটারি ওসিয়্যাতের কাছে হুযুর জানতে চান, মোসী নারীর সংখ্যা কত। এর উত্তরে তিনি জানান যে, ৮৭৪ জন মোসীর মধ্যে ৩২৭ জন নারী মোসী। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উপার্জনকারী এবং তাঁরা নিজেদের আয়ের ওপর চাঁদা প্রদান করেন। আর যারা উপার্জন করেন না, তাঁরা বছরে ১৮০ ডলার চাঁদা প্রদান করেন, অর্থাৎ প্রতি মাসে ১৫ ডলার হিসাবে।

হুযুর বলেন, "যারা উপার্জনকারী, তাঁদের পঞ্চাশ শতাংশ মোসী হওয়া উচিত। আপনাদের মোট মোসীর সংখ্যার মধ্যে এমন একটি বড় সংখ্যাও রয়েছে যারা উপার্জনকারী নন। সুতরাং এই দিকটি পর্যালোচনা করে নিজেদের পঞ্চাশ শতাংশের লক্ষ্য পূরণ করুন।" হুযুর বলেন, "এখনও আপনারা উপার্জনকারীদের মধ্য থেকে আরও ১৫০ জনের বেশি মানুষকে মোসী করতে পারেন। এর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।"

হুযুর বলেন, "আপনাদের মোসীদের কাছ থেকে শুধু অর্থ সংগ্রহ করাই উদ্দেশ্য নয়; পাশাপাশি তাঁদের প্রশিক্ষণও হওয়া উচিত। চাঁদা কোনো কর নয়। মোসীদের নেকি ও তাকওয়ার উচ্চ মানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত এবং এদিকে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। তাঁদের চাঁদা আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত।"

জাতীয় সেক্রেটারি তারবিয়তকে নির্দেশ দিয়ে হুযুর বলেন, "নামাজের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ নেই। নামাজ কেন্দ্র ও মসজিদগুলোতেও কম মনোযোগ রয়েছে। আপনাদের প্রায় পাঁচশত পুরুষ মোসী সদস্য রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ২৭ জন আপনাদের আমেলার সদস্য। এরপর আনসার ও খুদ্দামের আমেলার সদস্যরাও রয়েছেন। এসব সদস্য যদি মসজিদে আসেন, তাহলে উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে। আবার প্রত্যেক জামাআতের নিজস্ব আমেলা রয়েছে এবং খুদ্দাম ও আনসারের প্রত্যেক মজলিসেরও আমেলা রয়েছে। এরা সবাই যদি নিজ নিজ এলাকায়, নিজ নিজ কেন্দ্রে নামাজের জন্য আসেন, তাহলে উপস্থিতি অনেক বৃদ্ধি পাবে। অতএব, সর্বপ্রথম কর্মকর্তাদেরই মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং নিজেদের আদর্শ স্থাপন করা উচিত। কর্মকর্তারা আসা শুরু করলে অন্য লোকেরাও আসবে। সুতরাং নামাজে নিজেদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করুন।"

হুযুর বলেন, "প্রথমে সমস্ত কর্মকর্তাকে নামাজের প্রতি মনোযোগী করুন। এরপর পবিত্র কুরআনের দৈনিক তিলাওয়াতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করুন। এমটিএ-তে খুতবা শোনার প্রতি মনোযোগ দিন। সেক্রেটারি তারবিয়তের কাছে খুতবা শ্রবণকারীদের তথ্য থাকা উচিত।"

হুযুর বলেন, "খুতবাগুলোতে তরবিয়তের বিভিন্ন বিষয় থাকে। যেসব জামাআত সক্রিয় ও কর্মতৎপর, তারা এসব বিষয় বের করে নিজেদের সমস্ত স্থানীয় জামাআতের কাছে পরিপত্রের মাধ্যমে পাঠায়। এখানেও এমনটি করুন।"

হুযুর বলেন, "এখানে অস্ট্রেলিয়ায় বিবাহ-সম্পর্ক ভেঙে যেতে শুরু করেছে। কেউ ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, আবার কেউ মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। একটি সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এর সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিত। যদি কোনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয় এবং এ ধরনের সমস্যা সামনে আসে, তাহলে শুরুতেই উভয়কে বুঝিয়ে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা উচিত, যাতে ব্যাপারটি শেষ সীমায় না পৌঁছায়। শুরু থেকেই অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যখন বিষয়টি চরম পর্যায়ে চলে যায়, তখন তা বিচার বিভাগের বিষয় হয়ে যায়। তখন সংস্কার কমিটির হাত থেকে বিষয়টি বেরিয়ে যায়। যখন কোনো মেয়ে খুলার আবেদন করে দেয়, তখন সংস্কার কমিটির কাজ শেষ হয়ে যায়। এরপর বিষয়টি বিচার বিভাগের হাতে চলে যায়। সুতরাং সংস্কার কমিটির উচিত শুরুতেই বিষয়টি মীমাংসার দিকে মনোযোগ দেওয়া।"

হুযুর বলেন, "সংস্কার কমিটির প্রতি মাসে বৈঠক হওয়া উচিত। কী কী সমস্যা রয়েছে এবং কীভাবে সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তা পর্যালোচনা করতে থাকুন। আপনারা নিজেদের কাজে সক্রিয় থাকুন।"

হুযুর বলেন, "তারবিয়তি কর্মসূচিগুলো ইন্টার‍্যাকটিভ হওয়া উচিত। যুবকদের সঙ্গে তারবিয়তের বিষয় নিয়ে প্রশ্নোত্তরের আয়োজন করুন। কোনো ছেলে যে প্রশ্নই করুক না কেন, তার উত্তর দেওয়া উচিত। প্রশ্ন যেমনই হোক, তার উত্তর দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করা উচিত। ইজতেমার সময় এ ধরনের কর্মসূচি রাখা যেতে পারে। যুক্তরাজ্যের ইজতেমায় এ ধরনের একটি কর্মসূচি হয়েছিল। জামেয়ার ছাত্ররা যুবকদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। যখন তাদের নিজেদের ভাষায় তাদের সঠিক উত্তর দেওয়া হয়, তখন তারা বিষয়টি বুঝতে পারে। এমনই একটি মজলিসে যখন চাঁদার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, এটি কোথায় কোথায় এবং কীভাবে ব্যয় হয় এবং এর মাধ্যমে কী কী কাজ সম্পন্ন হয়, তখন সমস্ত কথা শুনে একজন যুবক নিজের বাড়িতে গিয়ে চাঁদা এনে প্রদান করে এবং বলেছিল, 'এখন আমি জামাআতের আর্থিক ব্যবস্থা বুঝতে পেরেছি।'

হুযুর বলেন, "যুক্তরাজ্যে একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করে ছেলে ও মেয়েদের দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের বলা হয়েছিল যে, নিজেদের নাম না লিখে সেটি পূরণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে পাঠাতে। এভাবে একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়েছিল। প্রশ্নগুলো ছিল এ ধরনের যে, কী ধরনের বিবাহ-সম্পর্ক হওয়া উচিত; তারা স্বামীর কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে; একইভাবে স্বামীরা স্ত্রীর কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে; পারিপার্শ্বিক পরিবেশ স্বামীদের ওপর কী প্রভাব ফেলে এবং মেয়েদের ওপর কী প্রভাব ফেলে; উভয় পক্ষের মা-বাবার আচরণ কেমন হওয়া উচিত; মা-বাবা কীভাবে বিবাহ-সম্পর্কের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।"

হুযুর বলেন, "এই জরিপের ফলে যে উত্তরগুলো এসেছিল, তা থেকে আমি যথেষ্ট তথ্য পেয়েছিলাম। দুই-তিনটি জলসা ও ইজতেমায় বক্তৃতা করার জন্য আমার বিষয় নির্ধারণ করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। অতএব, আমি এসব সমস্যার উল্লেখ করে সেগুলোর সমাধানও বর্ণনা করে দিয়েছিলাম।"

হুযুর বলেন, "এই তথ্য, এই জ্ঞান আমার সর্বত্র থেকে আসা উচিত।"

হুযুর বলেন, "স্বাধীনতার নামে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যখন তাদের কঠোরভাবে দমন করা হয়, তখন সমস্যা সৃষ্টি হয়। হিকমতের সঙ্গে, ভালোবাসা ও স্নেহের সঙ্গে ইসলামের শিক্ষা বর্ণনা করে তাদের বোঝানো উচিত।"

হুযুর বলেন, "মেলবোর্ন থেকে একটি পরিবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। জানা গেল, পরিবারের পুরুষ সদস্য জামাআতের কর্মসূচিতে আসেন না। স্ত্রী ও সন্তানরা আসে। আমি তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম। আমি বললাম, 'কোনো কর্মকর্তার কাছ থেকে কি আপনি কোনো কষ্ট পেয়েছেন?' তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এবং আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে বুঝিয়েছিলাম।"

"কিন্তু কর্মকর্তাদের আচরণ ভালো হওয়া উচিত। নিজেদের কর্মকর্তাদের সংশোধন করুন। তাঁদের আচরণের কারণে কেউ কেউ পিছিয়ে যায়। নিজেদের ব্যক্তিগত অহংকার ও মনোমালিন্য দূর করুন। আল্লাহতাআলা আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিচ্ছেন; এটিকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য করুন।"

"মজলিসে শূরা ও জামাআতের নির্বাচনের পূর্বে আমি জুমার খুতবা দিয়েছিলাম। সমস্ত কর্মকর্তার সেটি শোনা উচিত। যুক্তরাজ্যের শূরার সময় আমি যে ভাষণ দিয়েছিলাম, সেটিও সমস্ত কর্মকর্তার শোনা উচিত।"

হুযুর বলেন, "চৌধুরী জহুর বাজওয়া সাহেব আমাকে বলেছেন যে, হযরত মির্জা শরীফ আহমদ সাহেব যখন নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ ছিলেন, তখন যখন সম্মানিত জহুর আহমদ বাজওয়া সাহেব মরহুমকে নায়েব নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ নিযুক্ত করা হয়, তখন হযরত মির্জা শরীফ আহমদ সাহেব তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, 'আপনাকে নায়েব নাজির নিযুক্ত করা হয়েছে। এই কথা সবসময় মনে রাখবেন যে, কাউকে আহমদিয়াতে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত সহজ কাজ।'

"অতএব কর্মকর্তাদের নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করা উচিত এবং প্রত্যেকের সঙ্গে ভালোবাসা ও স্নেহের সঙ্গে আচরণ করা উচিত।"

হুযুর বলেন, "সমস্ত জামাআতের সেক্রেটারি তারবিয়ত যেন রিফ্রেশার কোর্স করেন, যাতে তাঁদের সকলের প্রশিক্ষণ হয়। তাঁদের জানা উচিত কীভাবে কাজ করতে হবে এবং কীভাবে প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। কীভাবে হিকমতের সঙ্গে তারবিয়ত করে তাদের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং যারা পিছিয়ে রয়েছে, তাদের কীভাবে কাছে নিয়ে আসতে হবে।"

সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান-সন্ততি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যত সন্তান-সন্ততি হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইবরাহিম ব্যতীত-যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ দিকে মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন-সকলেই হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে তাঁর তিন পুত্র এবং চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদের নাম ছিল কাসিম, তাহির ও তয়্যিব। কোনো কোনো বর্ণনায় চতুর্থ পুত্র আবদুল্লাহর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, তয়্যিবের অপর নামই ছিল আবদুল্লাহ। কন্যাদের নাম ছিল যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার গর্ভজাত সমস্ত সন্তানই তাঁর নবুওয়তের দাবির পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপাধি 'আবুল কাসিম' তাঁর বড় পুত্র কাসিমের নাম অনুসারে ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত পুত্রসন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কন্যারা সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে ছোট কন্যা ফাতিমাতুয যাহরা রাযিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত অন্য কোনো কন্যার বংশধারা অব্যাহত থাকেনি। বড় কন্যা যায়নাব আবুল আস ইবনে রাবিয়ার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, যিনি হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবুল আসের মাধ্যমে যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহার গর্ভে একটি পুত্র আলী এবং একটি কন্যা উমামা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রটি শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু কন্যাটি বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন; কিন্তু তাঁর কোনো বংশধারা চলেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমামাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হিজরতের কয়েক বছর পর পর্যন্ত আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেননি। এর কারণে যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহাকেও কিছু কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচা আবু লাহাবের দুই পুত্র উতবা ও উতাইবার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামের যুগে যখন আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর বিরোধিতা করল, তখন তাঁদের বিদায় অনুষ্ঠান হওয়ার পূর্বেই এই উভয় বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম পরপর হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি য়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই কারণে তাঁকে 'যুন-নূরাইন' অর্থাৎ 'দুই নূরের অধিকারী' বলা হয়। কিন্তু এই দুই কন্যার কারও বংশধারা চলেনি। অর্থাৎ রুকাইয়ার গর্ভে একটি পুত্র আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেন এবং উম্মে কুলসুমের কোনো সন্তানই হয়নি। রুকাইয়া বদরের যুদ্ধের সময় এবং উম্মে কুলসুম মক্কা বিজয়ের পর ইন্তেকাল করেন।

সবচেয়ে ছোট কন্যা হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন। তিনি হিজরতের পর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁরই গর্ভে হযরত ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ইমাম হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের বংশধরগণ 'সাইয়্যিদ' নামে পরিচিত। হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের ছয় মাস পর মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার পূর্ববর্তী দুই স্বামীর মাধ্যমে যে সন্তানাদি ছিল, তারা দুই পুত্র হিন্দ ও হালা এবং এক কন্যা হিন্দকে নিয়ে গঠিত ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁরা সকলেই মুসলমান হয়েছিলেন।

কাবার পুনর্নির্মাণ

কাবা নির্মাণের ঘটনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কোনো কারণে কাবাগৃহটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তাই কুরাইশরা সেটি ভেঙে পুনরায় নতুন করে নির্মাণ করার সংকল্প করল। কিন্তু ভাঙার কাজ শুরু করতে সকলেই ভয় পাচ্ছিল যে, এটি আল্লাহর ঘর; কোনো বিপদ না আপতিত হয়। অবশেষে কুরাইশদের প্রবীণ ব্যক্তি ও নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা এই কাজ শুরু করলেন। যখন লোকেরা এক রাত অপেক্ষা করে দেখল যে, এ কারণে ওয়ালিদের ওপর কোনো বিপদ আসেনি, তখন সবাই এতে অংশগ্রহণ করল। পুরোনো ভবন ভাঙতে ভাঙতে যখন তারা হযরত ইবরাহিমের ভিত্তির কাছে পৌঁছল, তখন তারা থেমে গেল এবং সেই ভিত্তির ওপর নতুন নির্মাণকাজ শুরু করল। ঘটনাক্রমে সমুদ্রতীরের কাছে একটি বড় জাহাজ ভেঙে গিয়েছিল। কুরাইশরা তার কাঠ কিনে নিল। কিন্তু যেহেতু সেই কাঠ সম্পূর্ণ ছাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না, তাই পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরাইশরা কাবার এই নতুন ভবনকে হযরত ইবরাহিম খলিলুল্লাহর ভিত্তির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্মাণ করতে পারেনি; বরং একদিকে সাত হাত জায়গা বাদ রেখেছিল। কুরাইশরা আরও কিছু পরিবর্তন করেছিল, কিন্তু সেগুলোর বিবরণ পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে; তাই পুনরায় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

কুরাইশরা কাবা নির্মাণ করতে করতে যখন হাজরে আসওয়াদের স্থানে পৌঁছল, তখন কুরাইশ গোত্রগুলোর মধ্যে এ নিয়ে তীব্র বিবাদ দেখা দিল যে, কোন গোত্র এটি তার স্থানে স্থাপন করবে। প্রত্যেক গোত্রই এই সম্মান নিজেদের জন্য কামনা করছিল। এমনকি লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ জাহেলিয়াতের যুগের রীতি অনুযায়ী রক্তভর্তি একটি পাত্রে আঙুল ডুবিয়ে শপথ করল যে, তারা যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু এই সম্মান নিজেদের গোত্রের বাইরে যেতে দেবে না। এই বিবাদের কারণে নির্মাণকাজ কয়েক দিন পর্যন্ত বন্ধ রইল।

অবশেষে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা প্রস্তাব দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম হারামের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যাবে, তাকে এই বিষয়ে বিচারক করা হবে এবং তিনি সিদ্ধান্ত দেবেন যে, এই মুহূর্তে কী করা উচিত। আল্লাহর কুদরত! লোকেরা যখন চোখ তুলে তাকাল, তখন কী দেখতে পেল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করছেন। তাঁকে দেখে সবাই চিৎকার করে বলে উঠল, "আমিন, আমিন।" এবং সকলে একমত হয়ে বলল, "আমরা তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট।"

তিনি যখন নিকটে এলেন, তখন তারা তাঁকে বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করল। তিনি আল্লাহ তাআলার সাহায্যে এমন একটি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, কুরাইশের সমস্ত নেতৃবৃন্দ বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি তাঁর চাদর নিলেন এবং তার ওপর হাজরে আসওয়াদ রাখলেন। এরপর কুরাইশের সমস্ত গোত্রের নেতৃবৃন্দকে চাদরের প্রান্ত ধরিয়ে দিয়ে চাদরটি উঠাতে বললেন। অতঃপর সকলে মিলে চাদরটি উঠাল এবং কারও কোনো অভিযোগ রইল না।

এটি আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে চিত্রময় ভাষায় এই বিষয়ে একটি ইঙ্গিত ছিল যে, আরবের বিভিন্ন গোত্র, যারা বর্তমানে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, তারা এই পবিত্র সত্তার মাধ্যমে এক কেন্দ্রের ওপর সমবেত হয়ে যাবে।

যখন চাদরটি হাজরে আসওয়াদের মূল স্থানের সমান্তরালে পৌঁছল, তখন তিনি নিজ পবিত্র হাত দ্বারা সেটিকে চাদরের ওপর থেকে তুলে তার স্থানে স্থাপন করলেন।

এটি, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, চিত্রময় ভাষায় এই বিষয়ে একটি ইঙ্গিত ছিল যে, অচিরেই নবুওয়তের ভবনের "কোণের পাথর" তাঁর অস্তিত্বের মাধ্যমে নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে।

সাধারণ ঐতিহাসিকগণ কাবার এই পুনর্নির্মাণের সময়কাল সম্পর্কে শুধু এতটুকুই লিখে থাকেন যে, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের ঘটনা। অথচ সেই সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখলে প্রকৃতপক্ষে নতুন ভবনের জন্য নির্মাণসামগ্রী সংগ্রহ করা, পুরোনো ভবন ভেঙে ফেলা ইত্যাদির কাজ যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল। অতএব অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে, এই কাজের প্রস্তুতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রাথমিক পর্যায়েই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং নতুন ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অর্থাৎ পাথর, কাঠ ইত্যাদি ধীরে ধীরে সংগ্রহ করা শুরু হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি সহিহ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা নির্মাণের জন্য পাথর বহন করে এনে জমা করছিলেন। তখন তাঁর চাচা আব্বাস তাঁকে বললেন, "ভাতিজা, তোমার কোমরের কাপড়টি তোমার কাঁধের ওপর রেখে নাও, যাতে পাথরের ঘর্ষণ ইত্যাদি না লাগে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু এর ফলে তাঁর শরীরের আবৃত থাকার কথা এমন কিছু অংশ অনাবৃত হয়ে গেল। তিনি লজ্জায় মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর চোখ স্থির হয়ে গেল। তিনি অস্থির হয়ে বলতে লাগলেন, "আমার কোমরের কাপড়, আমার কোমরের কাপড়।" অবশেষে তিনি দ্রুত নিজের কোমরের কাপড় ঠিক করে নিলেন।

এটি এমন একটি ঘটনা, যা কেবল তাঁর জীবনের প্রাথমিক বয়সের সঙ্গেই সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। অতএব, পূর্ববর্তী যুগের কোনো কোনো ঐতিহাসিকও লিখেছেন যে, এটি তাঁর শৈশবের ঘটনা।

হ্যাঁ, হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বিচারক হয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে পরবর্তী সময়ের। কারণ এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে আসতে দেখে সবাই "আমিন, আমিন" বলে উঠেছিল। আর এটি স্পষ্ট যে, 'আমিন' উপাধি তিনি তখনই লাভ করেছিলেন, যখন বিভিন্ন বিষয় ও লেনদেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তাঁর আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা দিবালোকের মতো প্রকাশিত ও সর্বজনস্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল।

সীরাতুল মাহদী

–হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

{৯৭} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব সনৌরী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম যখন লুধিয়ানায় বায়আতের ঘোষণা করেন, তখন বায়আত গ্রহণ শুরু করার পূর্বে তিনি শায়খ মেহর আলী, রঈস হোশিয়ারপুরের আমন্ত্রণে তাঁর পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে হোশিয়ারপুরে গিয়েছিলেন। আমি, মীর আব্বাস আলী এবং শায়খ হামিদ আলী তাঁর সঙ্গে ছিলাম।

পথে এক্কায় যাওয়ার সময় হুযূর আমাদেরকে তাঁর সেই চিল্লার অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন, যে সময় তিনি একটানা ছয় মাস রোজা রেখেছিলেন। হযরত সাহেব বলেছিলেন, "আমি একটি সিঁকা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। সেটিকে আমি আমার চৌবারা থেকে নিচে নামিয়ে দিতাম, তখন তার মধ্যে আমার রুটি রেখে দেওয়া হতো। এরপর আমি সেটিকে ওপরের দিকে তুলে নিতাম।"

মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব বলতেন যে, শায়খ মেহর আলী এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যে, দাওয়াতের সময় খাবারের জন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আলাদা কক্ষ ছিল এবং তাঁদের সঙ্গী ও খাদেমদের জন্য আলাদা কক্ষ ছিল। কিন্তু হযরত সাহেবের নিয়ম ছিল যে, তিনি তাঁর সঙ্গে থাকা লোকদের সবসময় নিজের সঙ্গেই বসাতেন। অতএব, এই সময়ও তিনি আমাদের তিনজনকে নিজের প্রবেশের আগে কক্ষে প্রবেশ করাতেন এবং তারপর নিজে প্রবেশ করে আমাদেরকে নিজের ডান ও বাম পাশে বসাতেন।

সেই দিনগুলোতেই হোশিয়ারপুরে মওলভি মাহমুদ শাহ ছছ হাজারভীর একটি ওয়াজ ছিল। তিনি খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় ওয়ায়েজ ছিলেন। হযরত সাহেব আমার হাতে বায়আতের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁকে জানিয়ে পাঠালেন যে, "আপনি আপনার বক্তৃতার সময় কোনো উপযুক্ত সুযোগে আমার এই বায়আতের বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে শুনিয়ে দেবেন। আমিও নিজে আপনার বক্তৃতায় উপস্থিত হব।" তিনি সম্মতি দিলেন।

অতঃপর হযরত সাহেব তাঁর ওয়াজে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন এবং হুযূরের বিজ্ঞপ্তি পড়ে শোনালেন না; বরং যখন লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে শুরু করল, তখন তিনি সেটি পড়ে শোনালেন। কিন্তু ততক্ষণে অধিকাংশ লোক চলে গিয়েছিল।

হযরত সাহেব এতে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন এবং বললেন, "আমরা কেবল তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা বিবেচনা করেই তাঁর বক্তৃতায় এসেছিলাম যে, আমাদের তবলীগ হবে। অন্যথায় আমাদের সেখানে আসার কী প্রয়োজন ছিল? তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন।"

মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব বলতেন যে, এর অল্প সময়ের মধ্যেই সেই মওলভি চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে অত্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।

{৯৮} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব সনৌরী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, লুধিয়ানায় প্রথম দিন যখন হযরত সাহেব বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি একটি কক্ষে বসেছিলেন এবং দরজায় শায়খ হামিদ আলীকে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি শায়খ হামিদ আলীকে বলে দিয়েছিলেন, "আমি যাঁকে বলতে থাকব, তাঁকে কক্ষের ভিতরে ডাকতে থাকবেন।"

অতঃপর তিনি প্রথমে হযরত খলিফা আউয়ালকে ডাকলেন। তাঁর পরে মীর আব্বাস আলীকে, তারপর মিয়া মুহাম্মদ হুসাইন মুরাদাবাদী খুশনবিশকে এবং চতুর্থ নম্বরে আমাকে ডাকলেন। এরপর আরও এক-দুইজন লোককে নাম ধরে ভিতরে ডাকলেন। তারপর শায়খ হামিদ আলীকে বললেন যে, এখন নিজে একজন একজন করে লোককে ভিতরে প্রবেশ করাতে থাকুন।

খাকসার নিবেদন করছে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে হুযূর একজন একজন করে পৃথকভাবে বায়আত গ্রহণ করতেন; কিন্তু পরবর্তীকালে একসঙ্গে বায়আত গ্রহণ করতে শুরু করেন।

মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম দিন যখন তিনি বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, সেই তারিখ ছিল ২০ রজব ১৩০৬ হিজরি, যা ২৩ মার্চ ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের সমতুল্য এবং সে সময় বায়আতের শব্দগুলো ছিল:

"আজ আমি আহমদের হাতে আমার সমস্ত পাপ ও মন্দ অভ্যাস থেকে তওবা করছি, যেগুলোর মধ্যে আমি লিপ্ত ছিলাম এবং আন্তরিকভাবে ও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে অঙ্গীকার করছি যে, আমার সামর্থ্য ও বোধ অনুযায়ী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত পাপ থেকে বিরত থাকব এবং দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও প্রবৃত্তির আনন্দের ওপর ধর্মকে অগ্রাধিকার দেব এবং ১২ জানুয়ারির দশটি শর্তের যথাসাধ্য অনুসরণ করব। আর এখনো আমি আমার অতীত পাপের জন্য আল্লাহতাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

اَسْتَغْفِرُاللهَ رَبِّیْ. اَسْتَغْفِرُاللهَ رَبِّیْ. اَسْتَغْفِرُاللهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَیْهِ
اَشْهَدُاَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَبِّ اِنِّیْ
ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি–প্রত্যেক পাপ থেকে; এবং আমি তাঁরই দিকে তওবা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি এবং আমার পাপ স্বীকার করেছি। অতএব আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।"

খাকসার নিবেদন করছে যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম সাধারণত মুসাফাহার পদ্ধতিতে বায়আত গ্রহণকারীদের হাত নিজের হাতে নিতেন। তবে কোনো কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি হাতের তালুর ওপর, কবজির দিক থেকেও হাত ধরে বায়আত গ্রহণ করেছেন। হযরত খলিফা আউয়াল বলতেন যে, তাঁর কাছ থেকেও হযরত এভাবেই বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।

এছাড়াও খাকসার নিবেদন করছে যে, মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করতেন, প্রথম বায়আতের দিন মওলভি আবদুল করিম সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি বায়আত গ্রহণ করেননি।

(আরও ব্যাখ্যার জন্য দেখুন দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ণনা নং ৩০৯, ৩১৫।)

{৯৯}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব সনৌরী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, লুধিয়ানায় প্রথমবার বায়আত গ্রহণ করার পর, অর্থাৎ ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে, হযরত সাহেব আলীগড় গিয়েছিলেন। আমি, মীর আব্বাস আলী এবং শায়খ হামিদ আলী তাঁর সঙ্গে ছিলাম।

হযরত সাহেব সৈয়দ তফজ্জল হুসাইন সাহেব, তহসিলদারের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তিনি জেলা দপ্তরে সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। সেখানে একজন তহসিলদার, যিনি সৈয়দ সাহেবের পরিচিত ছিলেন, হযরত সাহেবকে দাওয়াত করেন এবং শহরের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও আমন্ত্রণ জানান।

হুযূর সেখানে গেলেন এবং নিজের অভ্যাস অনুযায়ী আমাদের তিনজনকে নিজের ডান ও বাম পাশে বসালেন। তহসিলদার সাহেব খাবারের জন্য চৌকি অর্থাৎ ছোট ছোট তক্তপোশের ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ওপর খাবার রাখা হয়েছিল এবং লোকেরা সেগুলোর চারপাশে বসেছিল। চৌকিগুলোর ওপর কাচের গ্লাসে ফুলের তোড়া রাখা ছিল।

খাবার শুরু হলে মীর আব্বাস আলী খাবারের দিকে হাত বাড়ালেন না; বরং নীরবে বসে রইলেন। হযরত সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মীর সাহেব, আপনি কেন খাচ্ছেন না?

তিনি বললেন, "এটি ন্যাচারিদের পদ্ধতির খাবার।" হযরত সাহেব বললেন, "না, এতে কোনো অসুবিধা নেই। এটি শরিয়তবিরোধী নয়।"

মীর সাহেব বললেন, "আমার তো খেতে ইচ্ছা করছে না।"

হযরত সাহেব বললেন, "মীর সাহেব! আমরা তো খাচ্ছি।"

মীর সাহেব বললেন, "হযরত, আপনি খান; আমি খাব না।"

যাইহোক মীর আব্বাস আলী খাবার খেলেন না।

মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব বলতেন যে, যখন আব্বাস আলী মুরতাদ হয়ে গেলেন, তখন তাঁর এই কথাটি আমার মনে পড়েছিল যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই সময় থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

এছাড়াও মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেছেন যে, আলীগড়ে লোকেরা হযরত সাহেবের কাছে অনুরোধ করে হুযূরের একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিল এবং হুযূর তা গ্রহণ করেছিলেন। ইশতেহার প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, সমস্ত প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছিল এবং বক্তৃতার সময় ঘনিয়ে এলে হযরত সাহেব সৈয়দ তফজ্জল হুসাইন সাহেবকে বললেন, "আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে আমার প্রতি ইলহাম হয়েছে যে, আমি যেন বক্তৃতা না দিই। অতএব এখন আমি বক্তৃতা দেব না।"

তিনি বললেন, "হুযূর, এখন তো সবকিছু হয়ে গেছে। লোকদের মধ্যে আমাদের বিরাট অসম্মান হবে।"

হযরত সাহেব বললেন, "যাই হোক না কেন, আমরা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব।" এরপর আরও লোক হযরত সাহেবের কাছে অত্যন্ত অনুরোধ করলেন, কিন্তু হযরত সাহেব রাজি হলেন না এবং বললেন, "এটি কীভাবে সম্ভব যে, আমি আল্লাহর নির্দেশ ত্যাগ করব? তাঁর নির্দেশের মোকাবিলায় আমি কোনো অপমানের পরোয়া করি না।"

অবশেষে হযরত সাহেব বক্তৃতা দিলেন না এবং সেখানে প্রায় সাত দিন অবস্থান করে পুনরায় লুধিয়ানায় ফিরে এলেন।

খাকসার নিবেদন করছে যে, মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব যখন প্রথমবার এই বর্ণনাটি করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে, হযরত সাহেব এই সফর ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে করেছিলেন। খাকসার তাঁর শ্রদ্ধেয়া মায়ের কাছে এ কথা বললে তিনি তা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, এই সফর মিয়াঁ সাহেবের অর্থাৎ হযরত খলিফাতুল মসীহ সানির জন্মের পর, বরং প্রাথমিক বায়আতের পর হয়েছিল।

আমি যখন শ্রদ্ধেয়া মায়ের এই বর্ণনা মিয়া আবদুল্লাহ সাহেবের কাছে বললাম, তখন প্রথমে তিনি নিজের ধারণা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে জোর দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে পড়ল যে, এটিই সঠিক।

খাকসার নিবেদন করছে যে, মিয়া আবদুল্লাহ সাহেব বলতেন, আলীগড় সফরের মাধ্যমে হযরত সাহেবের সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল, যা হুযূর ভারত সফর সম্পর্কে করেছিলেন।

খাকসার নিবেদন করছে যে, এই সফরেই মওলভি মুহাম্মদ ইসমাইল আলীগড়ী হুযূরের বিরোধিতা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

(হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম তাঁর রচিত 'ফতহে ইসলাম'-এর টীকায় এই সফরের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করেছেন।)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 24 Sep 2026 Issue No.39

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

৮ পাতার পর.....

আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি সংবাদ কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। যদি সেই সংবাদটি ভুল হয়, তাহলে একই গতিতে ভুল তথ্যও ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং কোনো বার্তাকে শুধু এ কারণে সঠিক বলে মনে করা যায় না যে, সেটি কোনো ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি পাঠিয়েছে অথবা বহু মানুষ তা ফরওয়ার্ড করেছে। যাচাই ছাড়া কোনো সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া কখনো কখনো কোনো ব্যক্তির সম্মান, কোনো পরিবারের শান্তি অথবা সমগ্র সমাজের শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে।

২. অনুসন্ধান ও যাচাইয়ের নীতি (জিরো ট্রাস্ট)

সাইবার নিরাপত্তার একটি সুপরিচিত নীতি হলো "জিরো ট্রাস্ট-অর্থাৎ কারও ওপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না, সর্বদা যাচাই করুন। ইসলাম আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই আমাদের এই নীতি শিক্ষা দিয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"হে সেই লোকেরা যারা ঈমান এনেছ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও...(আল-হুজুরাত: ৭)

এই আয়াত শুধু সংবাদমাধ্যমের খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং আজকের সমগ্র তথ্য-পরিবেশের জন্য একটি নীতি প্রদান করে: ফরওয়ার্ড করার আগে যাচাই করুন।

৩. আমানতের সংরক্ষণ

ইসলামের শিক্ষার তৃতীয় দিক হলো অন্যের গোপনীয়তা ও সম্মান রক্ষা করা। পবিত্র কুরআন কুধারণা, গুপ্ত অনুসন্ধান এবং পরনিন্দা থেকেও বিরত থাকতে বলে। ডিজিটাল জগতে এসব অনৈতিকতার নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু ইসলামের নীতিমালা আজও একই রয়েছে।

"হে সেই লোকেরা যারা ঈমান এনেছ! অধিকাংশ ধারণা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপ। আর গুপ্ত অনুসন্ধান করো না এবং তোমাদের কেউ যেন অপরের পরনিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে? সুতরাং তোমরা তা ঘৃণা করো।" (আল-হুজুরাত: ১৩)

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আই.) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। হুজুর আনওয়ারের নামে একটি ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্টের বিষয় তাঁর জ্ঞাত হলে তিনি তা থেকে নিজের সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে একটি জুমার খুতবায় বলেন:

"তৃতীয় কথা, যা আমি আজ বলতে চাচ্ছিলাম, তা হলো-আমি জানতে পেরেছি যে আজকাল ইন্টারনেট ইত্যাদিতে আমার নামে ফেসবুকের একটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, যার কথা আমার ফেরেশতারাও জানে না। আমি কখনো তা খুলিনি, এ বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহও নেই। বরং কিছুদিন আগে আমি জামাতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলাম যে ফেসবুক থেকে বেঁচে থাকুন। এর মধ্যে অনেক অনিষ্ট রয়েছে। জানি না কেউ বোকামি করে এটি করেছে, কোনো বিরোধী করেছে, নাকি কোনো আহমদী কোনো ভালো উদ্দেশ্যে করেছে। তবে যে কারণেই করা হয়ে থাকুক, যাহোক, সেটি বন্ধ করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ তা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এতে অনিষ্ট বেশি এবং উপকার কম।"

(জুমার খুতবা, ৩১ ডিসেম্বর ২০১০)

এই নির্দেশনা আমাদের ডিজিটাল পরিচয়ের নিরাপত্তার গুরুত্ব বোঝায়। আজ ভুয়া অ্যাকাউন্ট, অন্যের পরিচয় ধারণ এবং চুরি করা পরিচয় শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং কোনো ব্যক্তির ছবি, ব্যক্তিগত বার্তা অথবা গোপন তথ্য তার অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করাকে তুচ্ছ বিষয় মনে করা উচিত নয়।

হুজুর আনওয়ার (আই.) যুবকদের ইন্টারনেটে অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক এবং অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন। এই নির্দেশনা বিশেষভাবে এমন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ, যখন একটি সামান্য অনলাইন যোগাযোগও কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের কারণ হতে পারে।

হুজুর আনওয়ার (আই.)-এর নির্দেশনা ও দিকনির্দেশনা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ডিজিটাল জগতে নিরাপদ থাকার জন্য এসব নির্দেশনা ও দিকনির্দেশনাকে একত্রিত করে "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম" শিরোনামে সংকলিত করা হয়েছে।

পার্থিব শিক্ষা ও ব্যবহারিক সতর্কতা

ইসলামের নৈতিক নীতিমালার পাশাপাশি আধুনিক সাইবার নিরাপত্তার মৌলিক শিক্ষাও অর্জন করা প্রয়োজন। ভারত সরকারের সাইবার নিরাপত্তা-সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক-উভয়কেই শেখানো উচিত যে:

* প্রতিটি অনলাইন অ্যাকাউন্টের জন্য শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে।

* যেখানে সম্ভব, মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (এমএফএ) সক্রিয় করতে হবে।

* ওটিপি, পিন, সিভিভি এবং পাসওয়ার্ড কাউকে বলা যাবে না।

* অপরিচিত লিংক, সংযুক্তি এবং সন্দেহজনক বার্তায় ক্লিক করা যাবে না।

* মোবাইল, কম্পিউটার, ব্রাউজার এবং অ্যাপ্লিকেশন নিয়মিত আপডেট রাখতে হবে।

* সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত তথ্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রকাশ্যে দেওয়া যাবে না।

* অপরিচিত ব্যক্তিদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এবং বার্তার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

* আর্থিক লেনদেন সর্বদা বিশ্বস্ত ডিভাইস এবং নিরাপদ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

*কোনো সন্দেহজনক কল বা বার্তার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে প্রথমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজে যোগাযোগ করে বিষয়টি যাচাই করতে হবে।

আজ আমাদের নতুন প্রজন্ম এমন এক পৃথিবীতে বেড়ে উঠছে, যেখানে বাস্তব ও ডিজিটাল জীবন একে অপরের থেকে পৃথক নয়। সুতরাং শুধু এই কথা বলা যথেষ্ট নয় যে, শিশুরা যেন কম মোবাইল ব্যবহার করে। তাদের এটিও শেখাতে হবে যে মোবাইল ও ইন্টারনেট কীভাবে নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে হয়।

অভিভাবকদের উচিত শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কথা বলা, তাদের গোপনীয়তার গুরুত্ব বোঝানো, অপরিচিত অনলাইন যোগাযোগের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদের শেখানো যে কোনো সন্দেহজনক বার্তা, ছবি বা যোগাযোগের ঘটনা ঘটলে তা গোপন না করে অভিভাবকদের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে।

আজ আমাদের নিজেদের জন্য এই নীতিগুলো নির্ধারণ করা উচিত:

খবর এলে অনুসন্ধান করুন, লিংক এলে যাচাই করুন, তথ্য চাওয়া হলে সতর্ক থাকুন এবং কোনো কিছু শেয়ার করার আগে চিন্তা করুন-এটি কি সঠিক, প্রয়োজনীয় এবং নৈতিক?

আমরা যদি ইসলামের শিক্ষা, অনুসন্ধান, আমানত, লজ্জাশীলতা এবং মানুষের অধিকার রক্ষার চেতনাকে আধুনিক সাইবার নিরাপত্তার ব্যবহারিক সতর্কতার সঙ্গে যুক্ত করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা এই আধুনিক নিয়ামত থেকে পূর্ণাঙ্গ উপকারও গ্রহণ করতে পারব এবং এর ক্ষতিকর দিক থেকে নিজেদের, নিজেদের প্রজন্ম এবং নিজেদের সমাজকে অনেকাংশে নিরাপদ রাখতে পারব। মহান আল্লাহ আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞা, প্রযুক্তির সঙ্গে দায়িত্ববোধ এবং স্বাধীনতার সঙ্গে তাকওয়া দান করুন। আমিন।

****

যুগ ইমামের বাণী

যদি খোদাকে দুনিয়াতে দেখতে চাও তাহলে তাঁর পথে উৎসর্গীত হয়ে যাও। যদি দুনিয়াতেই খোদাকে দেখতে চাও, তাহলে তাঁর জন্য আত্মবিলীন হও, সর্বতোভাবে তাঁরই হয়ে যাও। (রাযে হাকীকাত, পৃ: ১১)

দোয়াপ্রার্থী: Seth Shamshuddin sb., Barisha (Kolkata)

শোক সংবাদ

অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বড়িশা জামাতের প্রবীণ আহমদী জনাব শেখ গোলাম আলী সাহেব ৯২ বৎসর বয়সে গত ইং ২৫ শে আগস্ট, ২০২৬ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পুত্র ও চার কন্যা রেখে গেছেন। মরহুম যৌবনে প্রতিকূল চরম বিরূদ্ধাচরণের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ঈমানে অবিচল ছিলেন। তিনি ইং ১৯৭৭ সালে বয়াত গ্রহণ করেন। সদালাপী, নামায, রোযা, তাহাজ্জুদ ও নিয়মিত কুরআন তেলয়াত করতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। আবেগপ্রবণ ঐ ব্যক্তিটির তবলীগের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রায়ই প্রতি বছর কাদিয়ানে জলসা সালানায় যোগদান করতেন। একবার তিনি লন্ডন জলসায় গিয়েছিলেন এবং পঞ্চম খলীফার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত বড়িশা জামাতে কোন মসজিদ ছিল না। তিনি মসজিদের জন্য একখণ্ড জমি দান করেন। তাঁর মাগফেরাত ও আত্মার উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

সংবাদদাতা: মোরতোজা আলী, বড়িশা জামাত

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir